পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 311 Wednesday, 15 October, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩১১ সংখ্যা ✱ ২৮ আশ্বিন ১৪৩২, বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

পরিকল্পনা করে বহিরাগতদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভবানীপুর

বড় অভিযোগ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ উত্তরবঙ্গ থেকে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরের জন্য বার্তা পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ভবানীপুরের বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ''পরিকল্পনা করে ভবানীপুরকে বহিরাগতদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'' দলের স্থানীয় নেতৃত্বকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশও দেন তিনি। দুর্গাপুজোর পর উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী সেখানেই রয়েছেন। তাই কলকাতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পেরে অডিও বার্তা পাঠান তিনি। সেই বার্তাতেই উঠে আসে ভবানীপুরের পরিবর্তিত চেহারা নিয়ে তাঁর উদ্বেগ। মমতার অভিযোগ, ''আমি দেখছি অনেক জায়গায় গরিব মানুষের বস্তি ভেঙে ফেলে বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আমি এটা সমর্থন করি না। আমাদের ভোটারদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা করে ভবানীপুরকে বহিরাগতদের

দিয়ে ভর্তি করা হচ্ছে।'' তবে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, ''যাঁরা বাংলায় থাকেন, কাজ করেন, তাঁরাই আমাদের মানুষ। কিন্তু যারা হঠাৎ বাইরে থেকে এসে টাকা খরচ করে জমি-বাড়ি কিনছে, তারপর স্থানীয় মানুষদের সরিয়ে দিচ্ছে, তারাই আসল বহিরাগত।'' তিনি আরও বলেন, ''যারা ওই ফ্ল্যাট কিনছে, তারা জল পাচ্ছে না, ড্রেনেজ সিস্টেম পাচ্ছে না। সবাইকে বুঝতে হবে, গরিব মানুষই আমাদের সম্পদ, তাদের নিয়েই রাজ্য চলবে।'' বিজয়া উপলক্ষে শহরে না থাকলেও দলের নেতা-কর্মীদের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছেন, কালীপুজোর সময়ে সতর্ক থাকতে। যাতে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। কালীপুজোর পর ছট পুজো আছে। সেই সময়ও যাতে কোনও সমস্যা না হয় তা দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মমতার স্পষ্ট বার্তা - দায়িত্ব আমাদেরই। দলনেত্রীর সুরে সুর মিলিয়েই সুব্রত বক্সী বলেন, ''আমরা চেষ্টা করব নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখে যাতে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারি। সবারই দলে একটা দায়িত্ব আছে। সামনের বছর নির্বাচন। আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য জয়যুক্ত করে বাংলার মসনদে বসাতে হবে।''

‘গ্রুপ খুলে টাকা তুলছে তৃণমূল’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা রয়েছেন তাঁদের সকলেই টেট উত্তীর্ণ হতে হবে। দু'বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক রিভিউ পিটিশনের জন্য ভাবনা চিন্তা করছে। তবে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অভিযোগ, তৃণমূল এই বিষয়ে একটি গ্রুপ খুলে টাকা তুলছে। তারা নাকি দিল্লিও যাবে বুধবার। কেন্দ্রের এই বিষয়ে কীভাবে তারা হস্তক্ষেপ করছে? এই নিয়েই চাকরিপ্রার্থীদের সতর্ক করলেন শুভেন্দু। আজ শুভেন্দু একটি স্ক্রিনশট দেখান। মুখ্যমন্ত্রীর লোগো দেওয়া একটি গ্রুপ দেখা যায়।

গ্রুপটির নাম ‘সেভ এডুকেশন অ্যান্ড জব’ সেখানেই ৯০০ টাকা করে তোলা হচ্ছে বলে দাবি করেন শুভেন্দু। পশ্চিম মেদিনীপুরের কৃষ্ণেন্দু বিশ প্রথম এই টাকা দিয়েছেন বলেও জানান শুভেন্দু। গ্রুপটির সদস্য ১৮৯ জন। শুভেন্দু বলেন, ''পশ্চিম মেদিনীপুর এগিয়ে। ৯০০ টাকা চাঁদা জমা করেছে। শিক্ষকদের বলছে, গুগল মিটে বলছে এই সপ্তাহে আমরা সুপ্রিম কোর্টে পার্টি হব। তার জন্য ৯০০টাকা অনুদান দেবেন যাঁরা গ্রুপে আছেন। বুধবার দিল্লি যাওয়া হবে। তৃণমূলেরই লোক পাঠিয়েছেন। নয়ত আমি পাব কী করে? এদের আটকাবেন কী করে? জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন কায়দায় টাকা টাকা টাকা খালি টাকা। সব পরিচিত মুখ।'' জানা যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে শিক্ষক মহলে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কারণ, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করছেন তাও পনেরো থেকে কুড়ি বছর তাঁরাও সমস্যায় পড়েছে। সেই কারণে চাকরি হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত তাঁরা। এরই মধ্যে টাকা তোলার বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন শুভেন্দু অধিকারী

ভোটের আগে পরিকল্পনা কী?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ এসআইআর নিয়ে জল্পনার আবহেই কেন্দ্র এবং রাজ্যের প্রায় ২২টি সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন। আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে পরিকল্পনা ঠিক করতে ছয় মাস আগে ওই বৈঠক করছে কমিশন। বৈঠকে বিএসএফ, ইডি, শুল্ক দফতর, এবং আয়কর দফতর-সহ ২২টির মতো সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদের উপস্থিত থাকার কথা। পাচার, আর্থিক লেনদেনের মতো অপরাধমূক কাজগুলি নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ওই সব সংস্থাগুলি। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের সঙ্গে ওই বৈঠক হওয়ার কথা। আদর্শ আচরণবিধি চালু হলে ওই সব সংস্থা নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে যায়। ফলে কাজের সুবিধার্থে কমিশন এখন থেকেই ওই সব সংস্থার উপর নজরদারি রাখতে চাইছে। এ দিকে এসআইআর শেষ হওয়ার তিন মাস পরেই রাজ্যে ভোট। তিন মাস পরই হবে বিধানসভা নির্বাচন বলে খবর। পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে তিন জেলার অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দল। এ দিকে, কোলাঘাট অডিটোরিয়ামে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক, ইআরও, এইআরও-দের সঙ্গে বৈঠকে করেছে কমিশন। সেখানেই স্পষ্ট জানানো হয়েছে বিষয়টি। কমিশন যদিও জানিয়েছিল, কালীপুজোর পরই রাজ্যে এসআইআর হবে। এর আগে বাংলায় এসআইআর প্রস্তুতি নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে রিপোর্ট জমা দিয়েছে কমিশনের বিশেষ দল। সেখানে এসআইআর-এর প্রস্তুতি নিয়ে রিপোর্টে ফুল মার্কস পেয়েছে এ রাজ্য। একাধিক জেলা শাসক ও বিএলওদের কাজ ও প্রশ্ন উত্তরে খুশি কমিশন।

দুর্গাপুর গণধর্ষণকাণ্ডে জোড়া মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ দুর্গাপুর গণধর্ষণকাণ্ডে জোড়া মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। দুর্গাপুর ধরনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করে হাইকোর্টে মামলা। দুর্গাপুর আসানসোল অথরিটি কার্যালয়ের সামনে ধরনা করতে চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। অন্যদিকে, হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন দুর্গাপুর বেসরকারি হাসপাতাল। উল্লেখ্য, সোমবারই নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন চিকিৎসকদের কাছ থেকে নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়া জন্য। কিন্তু তিনি কথা বলতে পারেননি। পরে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন। প্রশাসন ও দুর্গাপুরের ওই বেসরকারি হাসপাতাল, যেখানে নির্যাতিতা চিকিৎসাধীন, তাদের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দেন। এরপরই তিনি ধরনায় বসেন। বিজেপির তরফ থেকে যাতে ধরনা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। কারণ পুলিশের তরফ থেকে এক্ষেত্রে অনুমতি মেলেনি। সে কারণেই হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধরনা যাতে ১৯ তারিখ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তার আবেদন করা হয়েছিল। মামলা করার অনুমতি দিয়েছে অবকাশকালীন বেঞ্চ। অন্যদিকে, এই ধরনা নিয়ে দুর্গাপুর মেডিক্যাল কলেজের বক্তব্য, কলেজে পরীক্ষা চলছে। রোজ ১০০-১৫০ লোক ঢুকে পড়ছে। তাতে পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতেও অসুবিধা হচ্ছে। তাই বাইরের ওতো লোক যাতে না ঢোকেন, যাতে তাঁদের ঢোকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এই দুটো মামলাই এই সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা।

হাইকোর্টের কাছে ‘রক্ষাকবচ’ পেলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ হাইকোর্টে গিয়ে রক্ষাকবচ পেলেন বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার পুলিশি গ্রেফতারি থেকে বিজেপি নেতাকে ‘রক্ষা’ করল কলকাতা হাইকোর্টে শম্পা দত্তের বেঞ্চ। কিন্তু হঠাৎ করে এই রক্ষাকবচের কারণ কী? আর বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করতে কেনই বা উদ্যত হয়েছিল রাজ্য পুলিশ? হাইকোর্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ব্যারাকপুর কমিশনারেটের অন্তর্গত বিভিন্ন থানায় অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া প্রায় অর্ধশত এফআইআর-এর ভিত্তিতে এই রক্ষাকবচ প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি, এই এফআইআর-গুলিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এদিন ছিল যার শুনানি। সেখানেই প্রাক্তন সাংসদকে রক্ষা করলেন বিচারপতি শম্পা দত্ত। সম্প্রতি নেপালে হওয়া গণঅভ্যুত্থান নিয়ে বলতে গিয়ে বাংলা প্রসঙ্গ টেনে ছিলেন অর্জুন সিং। হিমালয়ের কোলের ওই ছোট্ট দেশটির মতোই বাংলাকেও উত্তাল হতে হবে বলে দাবি করেছিলেন তিনি। দাবি করেছিলেন সরকার ফেলে দেওয়ারও। এরপরেই ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মোট ১০টি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। এছাড়াও, এই সময়কালে আরও নানা ইস্যুতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের একাধিক থানায় মোট ৫৬টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সম্প্রতি সেই এফআইআর-গুলির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন অর্জুন সিং। বিচারপতি শম্পা দত্তের বেঞ্চে ওঠে মামলা। মঙ্গলবার অর্থাৎ আজ ছিল শুনানি। আপাতত অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না বলে মঙ্গলবার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত বিভিন্ন থানায় দায়ের হওয়া এফআইআর-এর ভিত্তিতে আগামী ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। ওই দিনই আবার মামলার পরবর্তী শুনানি। আর ততদিন পর্যন্ত ‘নিশ্চিন্ত’ অর্জুন।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় কর্মসূচি ব্রিগেডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ আর মাস সাতেক পর বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ফের রাজ্যে গীতাপাঠের আয়োজন বিজেপি প্রভাবিত সংগঠনের। এবার পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করছে সনাতন সংস্কৃতি সংসদ। আগামী ৭ ডিসেম্বর ব্রিগেড ময়দানে হবে এই গীতাপাঠ। এই নিয়ে তৃতীয়বার গীতাপাঠের আয়োজন করা হচ্ছে। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই কর্মসূচিতে বিজেপি নেতা-নেত্রীদেরও দেখা গিয়েছিল। আয়োজকরা দাবি জানিয়েছিলেন, এক লক্ষের অনেক বেশি মানুষ ওই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন। ব্রিগেডের ওই কর্মসূচির এক বছরের মাথায় শিলিগুড়িতে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। গত বছরের ডিসেম্বরে শিলিগুড়ির কাওয়াখালির মাঠে ওই কর্মসূচিতে ভিড় উপচে পড়েছিল। বিভিন্ন জেলা তো বটেই, অন্য রাজ্য থেকেও মানুষ এসেছিলেন বলে জানা যায়। সেখানেও বিজেপি নেতা-নেত্রীরাও ছিলেন। এবার ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে আরও বড় পরিসরে গীতাপাঠের কর্মসূচি আয়োজন করা হচ্ছে। এবার ৫ লক্ষে কণ্ঠে গীতাপাঠের এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কার্তিক মহারাজ। থাকার কথা গীতা মনীষী জ্ঞানানন্দ মহারাজের। থাকতে পারেন বাগেশ্বর ধামের মহা মণ্ডলেশ্বর ধীরেন্দ্র মহারাজ। আগের দুটি কর্মসূচির মতো এবার বিজেপির নেতা-নেত্রীরা গীতাপাঠে অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে। ভোটের আগে এই গীতাপাঠ কর্মসূচিকে বিজেপি হাতিয়ার করতে চাইছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বারবার হিন্দু ভোটকে একত্রিত করার কথা বলছেন। হিন্দু ভোটকে একত্রিত করতে পারলে ছাব্বিশের নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে বারবার তিনি দাবি করেছেন। হিন্দু ভোটকে একত্রিত করতেই এই কর্মসূচির আয়োজন কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

‘৫ হাজার কোটি টাকা কোথায় গেল?’, উত্তরবঙ্গ তহবিল গঠন নিয়ে রাজ্যকে প্রশ্ন সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ উত্তরবঙ্গের ত্রাণ তহবিলের পাল্টা কেন্দ্রের তহবিল। রাজ্যের বিরুদ্ধে ইঙ্গিতে দিল্লির পাঠানো অনুদান তছরূপের অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। কোথায় গেল বিপর্যয়

মোকাবিলার জন্য পাঠানো ৫ হাজার কোটি টাকা? সেই প্রশ্নই তুললেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন সুকান্ত। আর রাজধানীতে যাওয়ার আগেই বড় অভিযোগ করে দিয়েছেন তিনি। রাজ্যের উত্তরবঙ্গ তহবিল তৈরি নিয়ে বিস্ফোরক দাবি বিজেপি সাংসদের। অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় অনুদান তছরূপের। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর একটি ত্রাণ তহবিল গঠন করেছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক মহল সূত্রে খবর, বিপর্যয় পরবর্তী পরিস্থিতি ঠেকাতে ও দুর্গতদের স্বাভাবিক জীবন প্রদানে এই ত্রাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। যেখানে যে কেউ নিজের সামর্থ্য মতো দান করতে পারবেন। যদিও এই তহবিল শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়নি বলেই দাবি প্রশাসনিক কর্তাদের। বিপর্যয় মোকাবিলা রাজ্যের নতুন ত্রাণ তহবিলের কথা প্রকাশ্যে আসতেই সুর চড়িয়েছেন বিরোধীরা। প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রের পাঠানোর অনুদান কোথায় খরচ হল? উল্লেখ্য, করোনা সময়কালে এই রকমই একটি তহবিল তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। মূলত, কোভিড পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলার লক্ষ্যেই সেই তহবিল গঠন করে রাজ্য। এবারও একই ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে তৈরি হল নতুন তহবিল। এদিন রাজ্যের এই নতুন তহবিল নিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''২০২০ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের যে শেয়ার, যা প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার সমান। সেটা গেল কোথায়। সেই এসডিআর ফান্ড, যেটার জন্য কেন্দ্র সরকার ৭৫ শতাংশ টাকা দেয়, সেটা গেল কোথায়? আমি যত দূর জানি, গত পাঁচ বছরে এই তহবিলে কেন্দ্র ৫ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে।'' প্রসঙ্গত, এই এসডিআর ফান্ড কেন্দ্রের তৈরি একটি তহবিল, যা রাজ্যগুলিকে বিপর্যয় মোকাবিলার দরুন দেওয়া হয়ে থাকে। যে কোনও বিপর্যয়ের সময় দুর্গতদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, ধসে পড়া সড়ক-বাড়ি নির্মাণ নানা কাজেই এটি ব্যবহার হয়ে থাকে।

নির্যাতিতার মাকে ফোন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৪ অক্টোবরঃ দুর্গাপুর গণধর্ষণকাণ্ডে দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে সব স্তরে চাপ সৃষ্টি করার বার্তা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর। নির্যাতিতার মাকে ফোন করে আশ্বাস দিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির। মঙ্গলবার সকালে নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ফোনে কথা বলেন তিনি। ওড়িশার সরকার সব রকমভাবে তাঁদের পাশে রয়েছে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন। নির্যাতিতার মাকে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ধৈর্য্য হারাবেন না, সাহস রাখুন। নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থার

খোঁজ নেন তিনি। উল্লেখ্য, সোমবার ওড়িশার মহিলা কমিশনের দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে যান। তখন নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সে কারণে প্রথমে তাঁদের হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ব্যারিকেডের বাইরে অপেক্ষা করেন তাঁরা। পরে তাঁরা নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন। মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা হয়েছে কিনা, সেটা নির্যাতিতার মায়ের কাছে জানতে চান ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। সোমবারই দুর্গাপুরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি নির্যাতিতার বাবাকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন। কেন এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করে নির্যাতিতার খোঁজ নিলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, ''আমরা ওড়িশার একজন মেয়েকে এখানে সুরক্ষিত রাখতে পারলাম না। আমরাও লজ্জিত। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা জানতে চেয়েছিলেন, পরিবার চিকিৎসায় খুশি কিনা। পরিবার জানিয়েছে, আরও ভাল চিকিৎসার জন্য ভুবনেশ্বর এইমসে নিয়ে যেতে। এখন নির্যাতিতা খাওয়া দাওয়া করছে।'' নির্যাতিতার শারীরিক পরিস্থিতির কথা বলতে বলতেই কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আমি শুনে আরও লজ্জিত, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী আসেননি, ফোনও করেননি। অথচ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি ফোন করে সহানুভূতি জানিয়েছেন। ছাত্রীর ভবিষ্যতের ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।'' স্বাভাবিকভাবেই এদিন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর ফোন করা রাজনৈতিক দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

‘হাইকোর্টের নির্দেশের আগে পদক্ষেপ নয়’, বলল কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ কুড়মি সম্প্রদায়কে আদিবাসী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে লাগাতার বিক্ষোভ চলেছে। রেল রোকো থেকে রাস্তা অবরোধ, বিভিন্ন আন্দোলন করেছেন কুড়মিরা। বিক্ষোভ কর্মসূচিও দফায়-দফায় করছেন তাঁরা। গ্রেফতারও হয়েছেন অনেক কুড়মি। এবার সেই গ্রেফতারি নিয়েই নির্দেশ দিল আদালত। আদিবাসী কুড়মি আন্দোলনে নতুন করে পদক্ষেপ নয়। গ্রেফতারের আগে নিতে হবে অনুমতি। নির্দেশ বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের। আদিবাসী কুড়মি সমাজ নিজেদের এসএসসি নথিভুক্ত করতে চায়। এই নিয়ে কোর্টের নির্দেশে তারা বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। অভিযোগ, এরপর বাড়িতে গিয়ে গ্রেফতার করা হয় আন্দোলনকারী কয়েকজনকে। পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠে এই অভিযোগ। এই নিয়েই মামলার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার ছিল সেই মামলার শুনানি। সেখানে রাজ্যের তরফে বলা হয়, এফআইআর-এ নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল তাই এই গ্রেফতার। তবে, কোর্টের দাবি নতুন করে কোনও গ্রেফতারের আগে অনুমতি নিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর কুড়মি আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন জঙ্গলমহলের কুড়মি সমাজ। আদালতের নির্দেশের পরেও পুজোর মুখে ‘রেল টেকা’ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিললেন তারা। কুড়মি নেতাদের দাবি ছিল, তাঁরা সমস্ত দফতরে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্য অথবা কেন্দ্র সরকার কেউই কোনও পদক্ষেপ করেনি। তবে সরকারের পক্ষ থেকে এই আন্দোলন প্রতিহত করতে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ওই দিন আন্দোলনের জেরে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া পুরুলিয়ার কোটশিলা স্টেশন হয়ে ওঠে রণক্ষেত্র। পাথর, টিয়ার গ্যাস সবই ছোড়াছুড়ি হয়। পরবর্তীতে পুলিশ এসে নিয়ন্ত্রণে আসে।

মোদির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে এআই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হাব ভারত | নির্মলা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবরঃ বিশ্বে বাড়ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-র প্রভাব। আর প্রযুক্তি ও এআই ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে ভারত। এটা সম্ভব হয়েছে প্রগতিশীল নীতি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফলে। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে এআই ভারতশক্তি অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘দূরদৃষ্টিসম্পন্ন’ নীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তিনি। ২০২৬ সালে ইন্ডিয়া এআই সামিটের প্রস্তুতি সম্মেলনই হল এআই ভারতশক্তি ইভেন্ট। এদিন এই অনুষ্ঠানে নির্মলা বলেন, সরকারের নীতি নির্ধারণ আগের থেকে অনেক দ্রুত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কথায়, ''অনেক জিনিস খাতাকলমে রয়ে যায়। কিন্তু, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের অধীনে যখন তার বাস্তবায়ন হয়, তখনই প্রকৃত পরিবর্তন হয়।'' এদিন প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন কেন্দ্রয় অর্থমন্ত্রী। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মোদি একাধিক নীতি নিয়েছেন বলে নির্মলা মন্তব্য করেন। তারই ফলে ভারত এখন এআই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হাব হয়ে উঠেছে। দিল্লিতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ও সেই রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী নারা লোকেশ। হায়দরাবাদকে আইটি হাব হিসেবে গড়ে তুলতে চন্দ্রবাবু নাইডু যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, তার প্রশংসা করেন নির্মলা। অন্ধ্র প্রদেশে ভারতের প্রথম এআই হাব গড়ে ওঠার জন্য আদর্শ জায়গা বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করেন। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে উন্নীত করাই কেন্দ্রের লক্ষ্যে। কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয়তায় সেই লক্ষ্য পূরণে দেশ এগিয়ে চলেছে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ''সক্রিয় নীতি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব ছাড়া ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন আমরা পূরণ করতে পারব না। তবে এখন আমাদের যা লক্ষ্য রয়েছে, তাতে সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছি আমরা।'' এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। নির্মলা, চন্দ্রবাবু, নারা লোকেশের সঙ্গে এদিন তাঁকে সেলফিও তুলতে দেখা যায়। সেই ছবি এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করেন নির্মলা।

এসআইআর নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর তোপ, কটাক্ষ বিজেপি নেত্রীর

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর ঃ এসআইআর নিয়ে তৃণমূল বিধায়িকা অসীমা পাত্রর তোপের কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।ধনিয়াখালির সভামঞ্চে তৃণমূল নেত্রীর ভাষণের ভিডিয়ো যুক্ত করে অগ্নিমিত্রা মঙ্গলবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, মাননীয়া বিধায়িকা অসীমা পাত্র, বুঝতে পারছি, আপনার SIR রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কারণ অবৈধ ভোটারই আপনার ভোট ব্যাংক এটা এখন গোটা বাংলা জানে। কিন্তু মাননীয়া বিধায়িকা, এসআইআর তো হবেই, অবৈধ ভোটাররাও বাদ পড়বে।এবং আপনি ও আপনার তৃণমূলের উর্দ্ধস্তর থেকে নিম্নস্তরের নেতৃবৃন্দ ও গুন্ডাবাহিনী যদি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের গায়ে এক টুকরা আঙুলও ঠেকান, তাহলে এই বাংলায় গণআন্দোলনের ভয়ানক রূপ দেখবেন। আপনারা কি ভেবেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী-সমর্থকদের দেখাশোনার কেউ নেই?বাংলার মানুষ ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনাদের, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসকে বাংলা থেকে তাড়িয়ে ফেলবে, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

গৌতম গম্ভীরের জন্মদিন

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.)গৌতম গম্ভীর। আজকের দিনে (১৪ অক্টোবর, ১৯৮১) নয়াদিল্লিতে জন্মগ্রহণকারী ভারতের একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার, ভারতীয় দলের কোচ এবং রাজনীতিবিদ।এই বামহাতি ব্যাটসম্যান ২০১০ সালের শেষার্ধ্ব থেকে ২০১১ সালের শেষার্ধ্ব পর্যন্ত ভারতীয় দলের একদিনের ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করেছেন। সহ-খেলোয়াড় বীরেন্দ্র শেওয়াগ তাকে সুনীল গাভাস্কারের পর সেরা উদ্বোধনী ব্যাটসম্যানরূপে উল্লেখ করেছেন।২০০৩ সালে তিনি বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে আন্তর্জাতিকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং ২০০৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনি প্রথম টেস্ট ক্রিকেট আত্মপ্রকাশ করেন। ২০১০ এর শেষ থেকে ২০১১ সালের শেষদিকে অবধি, তিনি ভারতীয় দলের অধিনায়ক থাকাকালীন ভারত ছয়টি ওয়ানডে খেলেছে এবং তার প্রত্যেকটিতে জয়ী হয়েছে। ২০০৭ সালের বিশ্বকাপ টি-টোয়েন্টি তে (মাত্র ৫৪ বল থেকে ৭৫ রান) এবং ২০১১ ক্রিকেট ওয়ানডে বিশ্বকাপে (১২২ বলে ৯৭ রান) উভয় ফাইনালেই গম্ভীর ভারতের মহাকাব্য জয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশীদার ছিলেন। গম্ভীরের নেতৃত্বে কলকাতা নাইট রাইডার্স ২০১২ সালে প্রথম আইপিএল শিরোপা জিতেছিল এবং আরও একবার ২০১৪ সালে শিরোপা জিতেছিল।গম্ভীর একমাত্র ভারতীয় এবং চারজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের মধ্যে একজন যিনি টানা পাঁচটি টেস্ট ম্যাচে শতরান করার নজির গড়েছিলেন।আবার তিনিই একমাত্র ভারতীয় ব্যাটসম্যান যিনি টানা চারটি টেস্ট সিরিজে ৩০০ রানেরও বেশি রান করেছেন। এপ্রিল ২০১৮ সাল পর্যন্ত, টি-টোয়েন্ট আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিনি ভারতের পক্ষে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ক্রিকেটার ছিলেন। ২০০৮ সালে এই সব অবদানের জন্য অর্জুন পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৯ সালে, তিনি আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম স্থান অধিকারী ব্যাটসম্যান ছিলেন। একই বছর তিনি আইসিসির টেস্ট পেয়ার অফ দ্য ইয়ার পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৯ সালে তিনি পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত হন।২০১৮ সালের অক্টোবরে, সকল প্রকার ক্রিকেট থেকে তিনি অবসরের কথা ঘোষণা করেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

শান্তিরক্ষা এখন অভূতপূর্ব জটিলতার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীনঃউপেন্দ্র দ্বিবেদী

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবরঃ ভারত বরাবরই শান্তির পক্ষে, এমনটাই দাবি করলেন সেনা প্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, শান্তিরক্ষা এখন অভূতপূর্ব জটিলতার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। মঙ্গলবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড নেশনস ট্রুপ কন্ট্রিবিউটিং কান্ট্রিজ চিফস কনক্লেভে জেনারেল উপে ন্দ্র দ্বিবেদী বলেছেন, শান্তিরক্ষা এখন অভূতপূর্ব স্কেল এবং জটিলতার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, ভারত শান্তিরক্ষায় অন্যতম বৃহত্তম অবদানকারী হিসাবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মোট ৭১টি শান্তিরক্ষা মিশনের মধ্যে ৫১টি মিশনে আনুমানিক ৩ লক্ষ পুরুষ ও মহিলাকে পাঠিয়েছে। যদিও আমাদের সৈন্যরা অদম্য সংকল্পের সঙ্গে কাজ করেছে, আমরা অমূল্য অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছি, যা আমরা সর্বদা সবার সঙ্গে ভাগ করতে ইচ্ছুক।উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেন, নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ শান্তিরক্ষা কেন্দ্র, একটি ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসাবে আপগ্রেড করা হয়েছে, ভারতে এই সম্মেলনের আয়োজন করা শুধুমাত্র একটি বিশেষ সুবিধাই নয়, সহযোগিতাকে শক্তিশালী করতে এবং বিশ্ব শান্তির মহ মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের যৌথ সংকল্পের পুনর্নিশ্চিতকরণও। এটি বসুধৈব কুটুম্বকমের ভারতীয় নীতিকেও প্রতিফলিত করে।

ভুল তথ্য প্রচার চলবে না, সতর্কবার্তা শিলচর পুর নিগমের অবশ্যই

শিলচর (অসম), ১৪ অক্টোবর (হি.স.)ঃসাম্প্রতিককালে কিছু সংবাদ মাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে শিলচর পুর নিগমের নাম ব্যবহার করে একটি তথাকথিত সরকারি নথি প্রচারিত হয়েছে, যা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে। ওই নথিটি ভুল ব্যাখ্যা করে কিছু মাধ্যমে শিলচর পুর নিগমের আসন্ন নির্বাচনে মডেল কোড অব কনডাক্ট কার্যকর হয়েছে বলে চাউর হওয়ায় জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।বিষয়টি স্পষ্ট করে এক বিবৃতি জারি করে পুর নিগমের নবনিযুক্ত আয়ুক্ত সৃষ্টি সিং (আইএএস) জানান, ‘ রাজ্য নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত শিলচর পুর নিগম নির্বাচনের জন্য কোনও নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি জারি করেনি কিংবা নির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করা হয়নি।’ এ প্রসঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করে বলেছেন, ‘ নিগমের কার্যালয় থেকে জারিকৃত কোনও সরকারি নথি অনুমোদিত

শিলচর-জিরিবাম চার-লেন প্রকল্পে জমিতে অবৈধ নির্মাণ ও কৃষিকাজে নিষেধাজ্ঞা, কঠোর পদক্ষেপ কাছাড় জেলা প্রশাসনের

শিলচর, ১৪ অক্টোবরঃঅসমের বরাক উপত্যকায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের অন্যতম উচ্চাভিলাষী উদ্যোগ শিলচর-জিরিবাম চার-লেন স।ক নির্মাণ। এই মহাসড়কটি রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের অগ্রগতি ও জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া যেন কোনওভাবে বাধাগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে এবার কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে কাছাড় জেলা প্রশাসন। জেলা শাসক মৃদুল যাদব (আইএএস)-এর নেতৃত্বে প্রশাসন এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নির্দেশ জারি করেছে, যার মাধ্যমে প্রকল্পের আওতাধীন এলাকায় নতুন কোনও নির্মাণ, কৃষিকাজ বা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শিলচর-জিরিবাম চার-লেন প্রকল্পের দ্বিতীয় প্যাকেজ, অর্থাৎ ‘ নং-২’-এর অধীনে যে জমিগুলি পড়বে, সেইসব এলাকায় জমি ব্যবহার সংক্রান্ত এই নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়েজ় অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)। প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের পরিধি দিগলিগাঁও ও খারজনপুঞ্জি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এই এলাকায় যে কেউ যদি জমিতে কোনও নতুন নির্মাণ, কৃষিকাজ বা উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করতে চান, তবে তাঁকে অবশ্যই জেলার প্রশাসনিক প্রধানের কার্যালয় থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে। অন্যথায়, সেই কাজকে অবৈধ বলে গণ্য করা হবে এবং ভবিষ্যতে কোনও ক্ষতিপূরণের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা-প্রস্তাবিত চার-লেন স।কের নির্ধারিত এলাকার মধ্যে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে কোনও স্থায়ী বা অস্থায়ী নির্মাণ, কৃষিকাজ কিংবা অন্য কোনও উন্নয়নমূলক কাজ চললে তা সরকার অনুমোদিত প্রকল্পের স্বার্থে অবিলম্বে বন্ধ করা হবে। প্রশাসন সতর্ক করেছে, এই নির্দেশ লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট জমির মালিক বা ব্যবহারকারীকে ভবিষ্যতে জমি অধিগ্রহণের সময় কোনও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে না। বরং, আইনানুগভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে তাঁদের বিরুদ্ধে।জেলাশাসক মৃদুল যাদব জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মূল লক্ষ্য হল জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোনও রকম জটিলতা বা অনিয়ম যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করা। তাঁর কথায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে। আমরা চাই, এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন হোক। অনেক সময় জমি অধিগ্রহণের আগে কিছু ব্যক্তি বা সংস্থা জমিতে অস্থায়ী বা স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ শুরু করে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাতে চান। এই ধরনের প্রবণতা রোধ করতেই আমরা এই নির্দেশ জারি করেছি।প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের ফলে শিলচর-জিরিবাম প্রকল্পের কাজের গতিতে নতুন গতি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। বরাক উপত্যকার দীর্ঘদিনের যোগাযোগ সমস্যার অবসান ঘটাতে এই চার-লেন স।ক নির্মাণ প্রকল্পকে ইতিমধ্যেই গেমচেঞ্জার হিসেবে দেখা হচ্ছে। অসম সরকারও জানিয়েছে, এই রাস্তা কেবল শিলচর ও জিরিবাম নয়, সমগ্র বরাক উপত্যকার সঙ্গে ইম্ফল, আগরতলা ও গুয়াহাটির মতো বড় শহরগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়বে গভীরভাবে। কৃষি উপাদন থেকে শুরু করে শিল্প ও পর্যটন-সবকিছুতেই এই রাস্তা নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।প্রশাসনের জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, এই নিষেধাজ্ঞা কেবল ব্যক্তিগত জমি বা গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রেই নয়, বাণিজ্যিক প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থা কোনও সংস্থা বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও এই এলাকার নির্ধারিত সীমানার মধ্যে নতুন প্রকল্প শুরু করতে পারবে না জেলা কমিশনারের অনুমতি ছাড়া। এটি কার্যত একটি সুরক্ষাবলয় তৈরি করবে প্রকল্পের চারপাশে, যা প্রশাসনের ভাষায় জাতীয় মহাসড়কের ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার পবিত্রতা বজায় রাখবে।এছাড়া, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সচেতন করা হচ্ছে যে এই নিষেধাজ্ঞা জনস্বার্থে নেওয়া হয়েছে। অনেক সময় প্রকল্প সংক্রান্ত জমি অধিগ্রহণের পর ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বিতর্ক দেখা দেয়, বিশেষত সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে প্রকল্প ঘোষণার পর কেউ নতুন নির্মাণ শুরু করেছেন। এবার প্রশাসনের এই নতুন নির্দেশের ফলে ভবিষ্যতে এমন বিরোধের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। যারা এই নির্দেশ অমান্য করবেন, তাঁদের জমি অধিগ্রহণের সময় ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার বাতিল হবে, ফলে কোনও আইনি জটিলতাও সৃষ্টি হবে না বলে প্রশাসন আশা করছে।প্রকল্পের দিগলিগাঁও ও খারজনপুঞ্জি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একদিকে কেউ কেউ বলছেন, এই নিষেধাজ্ঞা তাঁদের দৈনন্দিন কৃষিকাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, অন্যদিকে অনেকেই প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, বহুদিন ধরে বরাক উপত্যকার উন্নয়নের জন্য এই সড়ক অপরিহার্য ছিল। দীর্ঘ যানজট, দুর্বল স।ক অবকাঠামো ও পণ্য পরিবহনের জটিলতার কারণে শিলচর-জিরিবাম রুটে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলছিল। এখন চার-লেন রাস্তা হলে কেবল যানবাহন চলাচলই সহজ হবে না, বরং স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটবে।প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ নির্দেশ প্রকাশের তারিখ থেকেই এটি কার্যকর ধরা হবে এবং প্রশাসন নিয়ম লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে তাক্ষণিক ব্যবস্থা নেবে। নোটিশে বলা হয়েছে, জমির মালিক, ভাড়াটিয়া বা প্রকল্পের আওতাধীন এলাকার যে কোনও ব্যক্তি এই আদেশ লঙ্ঘন করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। প্রশাসন সমস্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অনুরোধ করেছে সরকারি নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য, যাতে প্রকল্পের কাজের সময় কোনও বিঘ্ন বা অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক সৃষ্টি না হয়।বরাক উপত্যকার তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের আঞ্চলিক কার্যালয় শিলচর থেকে প্রকাশিত এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অসমের পরিকাঠামো উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হবে। চার-লেন সড়ক কেবল শিলচর ও জিরিবামের মধ্যে দূরত্ব কমাবে না, বরং সমগ্র বরাক উপত্যকাকে এক নতুন উন্নয়নের পথে এগিয়ে দেবে।অন্যদিকে, স্থানীয় প্রশাসনিক মহল মনে করছে, এই নির্দেশের ফলে জমি সংক্রান্ত জটিলতা অনেকাংশে কমবে। প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি নির্ধারণ, নথি যাচাই ও ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া অনেকটাই সহজ হবে। প্রায়শই দেখা যায়, জমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক ধাপেই অনেকে কৃত্রিম নির্মাণ বা চাষের কাজ দেখিয়ে প্রশাসনের কাছ থেকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি তোলেন। এবার প্রশাসনের এই নতুন উদ্যোগ সেই প্রবণতাকে রোধ করবে।এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা এনএইচআইডিসিএল ইতিমধ্যেই জমির প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন করেছে। প্রশাসন জানিয়েছে, এই প্রকল্পের আওতায় রাস্তার প্রস্থ, সেতু, কালভার্ট ও বাইপাস নির্মাণের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে শিলচর থেকে জিরিবাম পর্যন্ত যাত্রার সময় প্রায় ৫০ শতাংশ কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বরাক উপত্যকার মানুষের বহুদিনের দাবি ছিল আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রশাসনের মতে, এই প্রকল্প সেই দাবিকে বাস্তবে রূপ দেবে।জেলাশাসক মৃদুল যাদব শেষমেশ বলেন, সরকারের এই উদ্যোগ কেবল রাস্তা নির্মাণ নয়, এটি একটি সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। আমরা চাইছি যাতে প্রকল্পের কাজ সময়মতো এবং বাধাহীনভাবে সম্পন্ন হয়। তাই এই নির্দেশের মাধ্যমে আমরা নাগরিকদের সহযোগিতা কামনা করছি। সবাই যদি নিয়ম মেনে চলে, তাহলে শিলচর-জিরিবাম চার-লেন প্রকল্প একদিন অসমের উন্নয়নের মাইলফলক হয়ে উঠবে।এইভাবে প্রশাসনের উদ্যোগে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো বরাক উপত্যকায়। প্রকল্পের কাজ শেষ হলে শিলচর থেকে জিরিবাম পর্যন্ত যাত্রা যেমন সহজ হবে, তেমনই নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হবে অঞ্চলের মানুষের জন্য। এখন সময়ই বলবে, এই কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ কত দ্রুত ও সুচারুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হয়।

মুর্শিদাবাদ থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ ভেজাল মশলা

মুর্শিদাবাদঃ আসন্ন দীপাবলীর আগে ফের মুর্শিদাবাদ থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ ভেজাল মশলা। সোমবার বিকালে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অন্তর্গত জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এবং এফএসও-র আধিকারিকেরা ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত নেতাজি মোড় এলাকায় অভিযান চালায় ।সেখানে আলমগীর শাহ নামে এক ব্যক্তির কারখানা থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ ভেজাল মশলা ।সূত্রের খবর, উৎসবের মরশুম চলার কারণে এবং আসন্ন দীপাবলীর আগে বাজারে বিভিন্ন রকমের মশলার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এই আশা করে ওই ব্যক্তি নিজের মশলা তৈরির কারখানায় বিপুল পরিমাণ ভেজাল মশলা তৈরি করে রেখেছিলেন।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আলমগীর শাহ নামে ওই ব্যক্তি ভগবানগোলা থানার অন্তর্গত নেতাজি মোড় এলাকায় কয়েক বছর আগে একটি মশলা তৈরির কারখানা তৈরি করেন। গত কয়েক দিন ধরে ওই কারখানায় বিপুল পরিমাণ ভেজাল মশলা তৈরি হচ্ছিল বলে, জেলা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এবং খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকেরা খবর পান। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন ,’ওই কারখানায় হানা দিয়ে ১১৩ কেজি ভেজাল হলুদ গুঁড়ো, ৭৬ কেজি ধনে গুঁড়ো,৩৮ কেজি জিরে গুঁড়ো, ৪৯ কেজি ভেজাল লঙ্কাগুঁড়ো উদ্ধার হয়েছে। ’পুলিশ সূত্রের খবর ,এর পাশাপাশি ওই ব্যক্তির কারখানা থেকে ভেজাল মশলা তৈরির একাধিক উপকরণ পাওয়া গিয়েছে। ভেজাল মশলা তৈরিতে ব্যবহার করার জন্য ওই ব্যক্তি নিজের কারখানায় ২৫ কেজি চালের গুঁড়ো, ২০ কেজি অভোজ্য কমলা রং, আড়াই কেজি অভোজ্য লাল রং সহ আরও বেশ কিছু জিনিস মজুত করে রেখেছিলেন, যেগুলো জাল মশলা তৈরির কাজে দিনের পর দিন ব্যবহার করা হচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আলমগীর শাহ নামে ওই মশলা ফ্যাক্টরির মালিকের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ কিছু অসাধু মশলা ব্যবসায়ীর যোগাযোগ রয়েছে। তাদের মাধ্যমে জেলা এবং জেলার বাইরে এই ভেজাল মশলা পৌঁছে যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন,’ভেজাল মশলা তৈরির জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিকের প্রভাবে মানব শরীরে ক্যান্সার হতে পারে। এছাড়াও ভেজাল মশলা দিয়ে কোনও খাবার তৈরি করলে সমস্ত রান্নাটি বিষাক্ত হতে পারে।’তিনি বলেন,’ বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি অধিক মুনাফার আশায় এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী রান্নার মশলা তৈরির জন্য কাপড় রং করতে ব্যবহৃত বিষাক্ত রং, ধানের তুষ, ইট, এমনকি কাঠের গুঁড়ো মেশায়। এইসব জিনিস দিয়ে যে সমস্ত মশলা তৈরি হয় তা খেলে মানুষের ক্যান্সার, কিডনি এবং লিভারের রোগ হতে পারে।’ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন,’ ভেজাল মশলা খেলে তার তাৎক্ষণিক প্রভাবে কোনও ব্যক্তির ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব, এলার্জির মত সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তবে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ভেজাল মশলা খেলে ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাসকুলার রোগ দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়।’অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার বিকেলে মুর্শিদাবাদে লালগোলা থানার পুলিশ বিলবোরাকোপরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিন্ডিকেট মোড় এলাকায় হানা দিয়ে এক যুবকের হেফাজত থেকে ২৫৯ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করলো। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া হেরোইনের মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই যুবক অন্য কারও কাছ থেকে হেরোইন নিয়ে এসেছিল এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রির চেষ্টা করছিল।ধৃত যুবকের সঙ্গে হেরোইন পাচারের চক্রে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে । ধৃতের আট দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে আদালতে পেশ করা হবে জানান।

জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটনের দূরাবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ১৪ অক্টোবর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটনের দূরাবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। মঙ্গলবার শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, এই বছরটি আমাদের জন্য কঠিন ছিল। প্রথমে পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা এবং তারপর ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ। এরপর জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টি ও হড়পা বানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ফলাফল হল জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা খুবই খারাপ। পর্যটন প্রচারের জন্য, আমাদের একটি দল সিঙ্গাপুরে রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যটনের জন্য একটি খুব বড় বাজার এবং আমরা তা পুঁজি করার চেষ্টা করছি। আমরা মুম্বই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, আহমেদাবাদেও পর্যটনের প্রচার করছি।

দ্রুত বাড়ছে মহানগরীর বর্জ্য, সমাধানের গতি তুলনায় মন্থর, শঙ্কিত পরিবেশবিদদের একাংশ

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর ঃ দ্রুত বেড়েছে মহানগরীর জনসংখ্যা। বেড়েছে বর্জ্যের পরিমাণ। অদূর ভবিষ্যতে এই পরিমাণ আরও অনেকটা বাড়বে। তাই পর্যায়ক্রমে ধাপার আওতা বা।াতে কলকাতা পুরসভার তরফে বার্তা পাঠানো হয়েছে নবান্নতে।ইএম বাইপাস সংলগ্ন আধুনিক ধাপা তৈরি হয়েছিল ১৯৮৭-তে। সেখানে দৈনিক ২,৫০০ টন জঞ্জাল ফেলা যায়। কিন্তু ফেলা হচ্ছে কলকাতা পুরসভা এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডের প্রায় ৫ হাজার টন জঞ্জাল। পুরসভা সূত্রের খবর, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাওড়ার প্রায় ৩০০ টন এবং সল্ট লেক, নিউ টাউন, পানিহাটি অঞ্চলের প্রায় ৫০০ টন জঞ্জাল।এই অবস্থায় পুরসভা ধাপার আশপাশে ৭৩ হেক্টর জমি পর্যায়ক্রমে চাষীদের কাছ থেকে কিনেছে। তিনটি পর্যায়ে টাকা দেওয়া হবে ৮৮৩জন বিক্রেতাকে। এর জন্য লাগবে ৫৫ কোটি টাকা। ২৫০ জন বিক্রেতাকে ইতিমধ্যে তাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।পুরসভা ধাপার দেড় হাজার টন বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাত সার, সিএনজি, প্লাস্টিকের আসবাব তৈরি করায়। বাড়তি বর্জ্য দিয়ে পরিমাণটি আরও এক হাজার টন বা।ানোর পরিকল্পনা করেছে পুরসভা। এতে বাড়তি উপার্জনও হবে। তবে, এর জন্য বাড়তি জমিতে পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে।পুরসভা সূত্রের খবর, সব মিলিয়ে যে দ্রুততা, বিভাগীয় সমন্বয় ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়োজন, তার অভাব রয়েছে। তাতে শঙ্কিত পরিবেশবিদদের একাংশ। সবচেয়ে বড় কথা কলকাতা পুরসভার আওতার বাইরের পুর-অঞ্চলগুলোয় সেরকম ইতিবাচক অথচ আবশ্যিক ব্যবস্থা নেই। প্রশ্ন উঠছে, সেই চাপ কীভাবে সামাল দেওয়া হবে, তা নিয়েও সেভাবে কেউ ভাবছেন কি?

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা সাংসদদের সাথে পর্যালোচনা বৈঠক। রঙিয়া এবং লামডিং ডিভিশনের রেলওয়ে পরিকাঠামোর অগ্রগতির পর্যালোচনা

GAMCO LET'S GROW

গ্যামকো লিমিটেড

(পূর্বে ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড নামে পরিচিত)

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২৫এ, এস.পি. মুখার্জি রোড, তৃতীয় তল, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৫

সিআইএনঃ এল৫৭৩৩৯ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি৩৫৬২৮, যোগাযোগ নম্বরঃ ০৩৩ ২৪৭৫০০৭৩

ইমেলঃ tradevisco@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.gamco.co.in

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা (‘অওজিএম’) ৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ বুধবার দুপুর ১২টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (‘ভিসি’) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ইওজিএম-এর নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, এর অধীনে পঠিত নিয়ম এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (‘এমসিএ’) অনুসারে, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের অন্যান্য পূর্ববর্তী এমসিএ সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের ১০/২০২২, ৫ মে, ২০২২ তারিখের ০২/২০২২, ৫ মে, ২০২০ তারিখের নং ২০/২০২০, ১৩ এপ্রিলের ১৭/২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং সহ। ২০২১ এব

জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশনে হেল্পলাইন নম্বর চালু করবে সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৪ অক্টোবর ঃ জমি-বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের জটিলতা কাটাতে এবার পৃথক হেল্পলাইন নম্বর চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। নভেম্বরের মধ্যেই এই হেল্পলাইন জনসাধারণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে ‘ভয়েস রেসপন্স’ প্রযুক্তির মাধ্যমে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। যেখানে নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন করলেই নাগরিকরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেদের সমস্যার ধরন অনুযায়ী তথ্য ও দিকনির্দেশনা পাবেন। হেল্পলাইন থেকে ধাপে ধাপে সরাসরি আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ, দলিল রেজিস্ট্রেশন, ই-ডিড জমা, সার্টিফায়েড কপি সংগ্রহ বা স্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে সরাসরি পরামর্শ পাওয়া যাবে।

অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআরে সাময়িক স্থগিতাদেশ, হাই কোর্টের নির্দেশে স্বস্তি!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৪ অক্টোবর ঃ কলকাতা হাই কোর্টে সাময়িক স্বস্তি পেলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে একাধিক থানায় দায়ের হওয়া এফআইআরের বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবেনা। আজ মঙ্গলবার বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের কক্ষে মামলার দীর্ঘ শুনানির পরে আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, প্রাক্তন সংসদ ও বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের ওপর ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেনা। নেপালের পরিস্থিতির সময়ে অর্জুন বলেন, নেপালের মতো বাংলাতেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হওয়া প্রয়োজন। আর এহেন মন্তব্য ঘিরেই বিতর্ক তৈরি হয়। শুধু তাই নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্জুন সিং খুনের চক্রান্ত করছেন বলে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক। এহেন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ১০ টির বেশি এফআইআর দায়ের হয়। শুধু তাই নয়, বারাকপুরের পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে এখনও পর্যন্ত মোট ৫৬ টি মামলা দায়ের হয়েছে। ওই সমস্ত এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন অর্জুন সিং। আজ মঙ্গলবার বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের কক্ষে মামলার শুনানি সম্পন্ন হয়। শুনানির পর আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না। এটি নিঃসন্দেহে বিজেপি নেতার জন্য স্বস্তির সংবাদ।

চম্পাহাটির বাজি বাজারে কড়া নজরদারি, সেজে উঠেছে বারুইপুর থানার চম্পাহাটির হাড়াল

নিজস্ব সংবাদদাতা,বারুইপুর ,১৪ অক্টোবর ঃ চম্পাহাটির হাড়ালের বাজি বাজার এবার কড়া নিরাপত্তায় ঘেরাটোপে। কালী পুজো আসতে আর বাকি মাত্র কয়েকটা দিন। এর মধ্যেই নানা ধরনের বাজির পসরা নিয়ে সেজে উঠেছে বারুইপুর থানার চম্পাহাটির হাড়াল। এবার বাজি বাজারে দুর্ঘটনা রুখতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে বারুইপুর পুলিশ ও প্রশাসন। বাজি ব্যবসায়ী ও পুলিশের কোর কমিটি নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে। বারুইপুর পুলিশ জেলা সূত্রে জানা গেল, বাজি বাজারকে ঘিরে সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। সর্বক্ষণ দমকলের একটি ইঞ্জিন রাখা হয়েছে, যাতে আগুন লাগলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। চীনের মোড় থেকে ভিতরে যত এগনো যায়, রাস্তার দু’ধারে চোখে পড়বে বাজির দোকান। রয়েছে হরেক রকমের বাজি। তবে এবার রাস্তায় যত্রতত্র প্লাস্টিক পেতে বাজি নিয়ে বসার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। এই রকম অস্থায়ী দোকান দেখলেই তুলে দিচ্ছে তারা। প্রতি দোকান মালিককে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র রাখার

নির্দেশ আগেই দিয়েছিল পুলিশ। সেই নির্দেশ মালিকরা ঠিকমতো পালন করেছেন কি না, তা নিয়ে ও নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত কোর কমিটি। পাশাপাশি, কোনও দোকানে নিষিদ্ধ শব্দবাজি মজুত করা আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন কোর কমিটির সদস্যরা। চীনের মোড়ে মাইকে প্রতিনিয়ত ঘোষণা করা হচ্ছে- আসুন, সবুজ বাজির বাজারে। কেউ দেশলাই, লাইটার নিয়ে দোকানে ঢুকে পড়লে তাঁকে নিষেধ করা হচ্ছে।এবারে পুলিশ বাজি বাজারে খাবারের দোকান করার অনুমতি দেয়নি। কারণ, গ্যাস বা স্টোভের আগুন থেকে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রতি বছর বাজারে টোটো, অটো, চার চাকার গাড়ি, বাইক, স্কুটার নিয়ে ঢুকে পড়েন অনেকে। তাতে যানজট তৈরি হয়। এবার তা রুখতে চীনের মো।ইে গাড়ি পার্কিং করতে বলা হচ্ছে। যদি কোন ও গাাড়ি ঢুকে পড়ে,তাহলে সংশ্লিষ্ট গাড়ির চালককে ডেকে সতর্ক করা হচ্ছে। হাড়াল বাজি কমিটির সদস্য ব্যবসায়ী অর্জুন মণ্ডল বলেন, নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রির বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। কোর কমিটিও নজর রাখছে এব্যাপারে। আর এবার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও খামতি রাখেনি পুলিশ।সমস্ত দিকেই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

ক্যানিং এ ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনা, আহত তিন জন ভর্তি কলকাতার হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা,ক্যানিং, ১৪ ক্যানিং এ ভয়াবহ পথ দূর্ঘটনা, আহত তিন।সোমবার গভীর রাতে ঘটে গেল এই বাইক দুর্ঘটনা। গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন তিনজন।জানা গিয়েছে, জীবনতলা থানা এলাকার মৌখালীর কাছে দ্রুতগতির বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, দ্রুত গতিতে আসা বাইকটি পথচারীকে ধাক্কা মেরে কার্যত উড়ে যায়। ধাক্কা মারে একটি ঘরের দেওয়ালে।আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে।জানা গিয়েছে, আহতরা হলেন সারফাত মোল্লা, বাইক চালক শাকিল মোল্লা ও বাইক আরোহী আরমান মোল্লা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শাকিল মোল্লা ও আরমান মোল্লা ভাঙ্গড় থানার চন্দনেশ্বর থেকে ক্যানিংয়ের মৌখালি ব্রিজে ঘুরতে এসে ছিলেন। সেখান থেকে ঘুরে বাড়ি ফেরার পথে দ্রুত গতিতে এসে দাঁড়িয়ে থাকা সারাফত মোল্লাকে সজোরে ধাক্কা মারে বাইকটি এরপরেই তাঁরা রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন।ঘটনা দেখে প্রথম হকচকিয়ে যান সকলেই। এরপর তিন জনকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।কিন্তু ওই তিনজনের অবস্থার আরও অবনতি হলে, তাদের কলকাতা চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার ও সেখানে চিকিৎসা চলছে তাদের।এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা জানান, বাইকটি এতটাই দ্রুতগতিতে আসছিল যে ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতি ও নিয়ন্ত্রণ হারানোই দুর্ঘটনার মূল কারণ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দেশে প্রথম টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে আলু বীজ প্রদান কর্মসূচি হরিপালে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি, ১৪ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এই প্রথম কৃষকদের মধ্যে উন্নত মানের এবং অধিক ফলন গুন সম্পন্ন টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে তৈরি আলু বীজ প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো হুগলির হরিপালে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী ,হরিপালের বিডিও পারমিতা ঘোষ ,রাজ্য কৃষিও কৃষিজ বিপণন দপ্তরের আধিকারিকবৃঃদ সহ জন প্রতিনিধিগণ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন এই টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে আলুবীজ উৎপাদন এ দেশে এই প্রথম এটা সম্ভব হয়েছে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও কৃষি মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে । তিনি বলেন এই পদ্ধতিতে কৃষক নিজে নিজেই আলু বীজ তৈরি করতে পারবেন এর ফলে ভিন রাজ্য থেকে আলু বীজ আমদানি যেমন কমবে তেমনি পরিবহন ব্যয় আলু উৎপাদনের খরচ প্রায় ৩০ থেকে৪০ শতাংশ কমে যাবে, ফলে কৃষকরা আর্থিকভাবে

লাভবান হবেন। তিনি জানান ধাপে ধাপে এই আলু বীচ উৎপাদনের হার বাড়বে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে আলু বীজ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ স্বাবলম্বী হতে পারবে। তিনি জানান একটি সংস্থার সঙ্গে সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে আলু বীজ উৎপাদন শুরু করা হয়েছে। এটি একটি দেশের মধ্যে নজর কাড়া দৃষ্টান্ত বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। আজকে এই অনুষ্ঠান থেকে ১০ হাজার চারা প্রদান করা হয়, যাতে করে ছয় হাজার কৃষক উপকৃত হতে পারবেন।

কুলতলিতে নাবালিকাকে বাতি ডেকে নির্যাতন-গ্রেপ্তার প্রতিবেশী দাদু!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলতলি,১৪ অক্টোবর ঃ আবারও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। সাতবছরের নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ প্রতিবেশী এক দাদুর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই প্রতিবেশী দাদুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের নাম রসময় সর্দার।পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সাতবছরের ওই নাবালিকা বাড়ির সামনেই খেলা করছিল। সেসময় ওই প্রতিবেশী বৃদ্ধ তাকে বাড়িতে ডেকেছিলেন। কোনও কিছু না ভেবেই ওই ব্যক্তির সঙ্গে বাড়িতে গিয়েছিল সে। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ওই নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনা কাউকে না বলতে ভয় দেখানো হয়েছিল! বৃদ্ধের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে কোনওরকমে বাড়ি ফিরে এসেছিল ওই নাবালিকা। ভয়ে কাউকেই কিছু বলেনি ওই নাবালিকা। কিন্তু কিছু সময় পর থেকেই তার শরীর খারাপ হতে শুরু করে। পরিবারের লোকজনরা প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেননি। শরীর খারাপের কারণ জিজ্ঞাসা করার পরই মুখ খোলে নির্যাতিতা। গোটা ঘটনা তার মা ও ঠাকুমাকে জানায়। এরপর পরিবারের সকলে বিষয়টি জানতে পারে। রবিবারই ওই পরিবারের পক্ষ থেকে কুলতলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ওই বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে। ইতিমধ্যেই নির্যাতিতা নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে কুলতলি থানার পুলিশ পকসো আইনে মামলা রুজু করেছে। এছাড়া, আদালতে নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি দাখিলের আবেদনও করেছে পুলিশ। এহেন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

চন্দননগরে এবার বিদ্যুৎ সচল রেখেই হবে জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রা, প্রশাসনের বড় সিদ্ধান্ত!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,১৪ অক্টোবর ঃ চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রায় এবার থেকে আর বিদ্যুৎ বন্ধ থাকবে না। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শোভাযাত্রা চলাকালীন বিদ্যু পরিষেবা সচল রাখা হবে। সোমবার চন্দননগরের রবীন্দ্রভবনে জগদ্ধাত্রী পুজো সংক্রান্ত এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল, ভদ্রেশ্বরের পুরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, এবার আর জগদ্ধাত্রীর শোভাযাত্রায় বিদ্যুৎ বন্ধ হবে না। প্রতি বছর শোভাযাত্রার দিন বেশ কিছুক্ষণের জন্য পরিষেবা বন্ধ থাকে। এবছর আর তা হবে না। কারণ, দু’বছর আগে এলাকায় আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল। সেই কাজ শেষ হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখতে কোনও সমস্যা হবে না। এমনটাই জানান বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজার মধুসূদন রায়। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রা শুধুমাত্র চন্দননগরের গর্ব নয়, গোটা বিশ্বের গর্ব। শোভাযাত্রা দেখতে আসা দর্শনার্থীদের জন্য এর আগে চন্দননগরে ভালো থাকার জায়গা ছিল না। বর্তমানে পর্যটন দপ্তরের মাধ্যমে কেএমডিএ পার্কে ভালো থাকার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে, যার নাম রাখা হয়েছে আলো রিসর্ট। পাশাপাশি ১০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মাটির তলা দিয়ে বিদ্যুতের লাইন বসানোর কাজ প্রায় শেষের দিকে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, এ বছর পুজোর সপ্তমীর আগেই সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/017/13/2025-2026**
Name of the Work: **Repairing of Paver Block, IP surface at Durga Charan Mitra Street, Nayan Chand Dutta Street, Anath Deb Lane and other places in Ward No.-17.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **2,99,093.65.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/017/23/2025-2026**
Name of the Work: **Repairing of sewerage system at 119 Nilmoni Mitra Street, 31/1/1A, Nayan Chand Dutta Street and others in Ward No.-017.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **1,49,906.14.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

3. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/012/027/2025-2026**
Name of the Work: **Renovation of sanitary latrine at 2/1 Nilambar Mukherjee Street, 20C Halder Bagan Lane, 39 & 40 Canal West Road and other places in Ward No. 12.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **2,99,831.51.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

4. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/012/028/2025-2026**
Name of the Work: **Renovation of underground sewer line at 241, A.P.C Road and other places in Ward No. 12.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **1,59,617.56.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Period of Completion: **20 days.**

5. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/011/025/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Development of Road surface by Paver Block in Place of IPS Road surface at 101 to 103/B, Bidhan Sarani in Ward No. 11, under Borough-II.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **1,93,219.14.** Earnest Money: ₹ **3,900.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **25.10.2025 up to 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). Bid will be opened on: **30.10.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details will be available on and from **14.10.2025 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (C), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :–
NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/044/029/2025-2026/R**
Name of the Work: **Repairing of Passages at 110, M.G. Road, Murlidhar Sen Street, Nil Madhab Sen Lane, etc. in Ward No.-44.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **2,99,575.48.** Earnest Money: ₹ **6,500.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **01.11.2025 – 11.00 a.m.** Date and time of opening of Tender: **03.11.2025 – 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.10.2025 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/088/038/2025-2026/R**
Name of the Work: **Renovation of C.P., G.P., S.I.C.P, M. H. and other Ancillary Civil Works at C.M. Lane, B.M. Road, H.M. Road, A.K. Road, S.M. Lane, T.S. Road etc. in Ward No. 88.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **4,19,971.52.** Earnest Money: ₹ **8,400.00.** Period of Completion: **45 days.**

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/088/069/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Renovation of C.P., S.I.C.P, and other Civil Works at 17, Chandra Mondal Lane (within Booth No.-79) in Ward No. 88 Br-VIII. (Apas/01/160/79/0002).** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,16,493.08.** Earnest Money: ₹ **8,350.00.** Period of Completion: **50 days.**

3. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/088/070/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Repairing of Uttaran Privies and other Ancillary Civil Works at 17, Chandra Mondal Lane (within Both No.-79) in Ward No. 88 Br.-VIII. (APAS/01/160/79/0003).** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **3,99,918.97.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **50 days.**

4. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/084/17/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Improvement of Footpath from 51/1A to 83B, S.M. Road in Ward No. 84. (APAS/01/160/120/0001).** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **3,66,875.23.** Earnest Money: ₹ **7,350.00.** Period of Completion: **30 days.**

5. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/084/18/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Improvement of Privy at 12B, G.L. in Ward No. 84. (APAS/01/160/107/0001).** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **2,08,969.94.** Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Period of Completion: **45 days.**

6. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/087/30/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Development of drainage system by constructing C.P., S.W. Line and Allied work near 11, 7 S.R. Das Road etc. Ward No. 87 under Br.-VIII K.M.C. (APAS/01/160/179/0003).** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **1,62,503.52.** Earnest Money: ₹ **3,300.00.** Period of Completion: **60 days.**

7. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/087/27/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Improvement of Road Side Garden by Fencing The Garden and Allied Works near 1, 5 Lake Temple Road etc. in Ward No. 87 under Br-VIII. (APAS/01/160/182/0003).** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,74,910.60.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **60 days.**

8. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/086/60/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Maintenance of drainage system at 3 No. Lake Camp (A & C Block) & surroundings in Ward No.-86, Br-VIII, KMC (APAS/01/160/144/0002).** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **3,91,890.55.** Earnest Money: ₹ **7,850.00.** Period of Completion: **45 days.**

9. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/086/61/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Development of open Place at 3 No. Lake Camp (B Block) in Ward-86, Br.-VIII, KMC. (APAS/01/160/145/0001).** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **2,89,817.38.** Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **28.10.2025–2.00 p.m.** (for Sl. No. 1), **28.10.2025– 5.00 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3) & **08.11.2025– 5.00 p.m.** (for Sl. No. 4 to 9). Date of opening of tender: **30.10.2025–2.00 p.m.** (for Sl. No. 1), **30.10.2025–5.00 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3) & **10.11.2025–12.00 noon** (for Sl. No. 4 to 9). The bid forms and other details are available on and from **18.10.2025 (2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1), **18.10.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 2 & 3) & **30.10.2025 (12.00 noon)** (for Sl. No. 4 to 9). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 9).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/IV/039/APAS-1/25-26/R**
Name of the Work: **Through repairing of concrete passage at 102/H/16 to 102/H/2 at M.M. Burman Street in Ward No.-039.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **4,45,848.98.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **15 days.**

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/IV/APAS/28/B/14/1/25-26/R**
Name of the Work: **Repairs to Latrine at 2B/H/23, 2B/H/30 and 2B/H/29, Dr. M.N.C. Sarani in Ward No.-28.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **1,31,772.91.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

3. NIT No.: **KMC/EE(C)/IV/038/APAS-8/2025-2026/R**
Name of the Work: **Repairing of Concrete Passage from 21 to 26 and 18/1 with Bumper at Badur Bagan Lane in Ward No.-038.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **2,72,177.26.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

4. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/023/E9/25-26/APAS20**
Name of the Work: **Through repairing of footpath at K.K. Tagore St. from 1 to 11 K.K. Tagore St. in Ward No.-23.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **3,25,151.00.** Earnest Money: ₹ **6,510.00.** Period of Completion: **10 days.**

5. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/023/E4/25-26/APAS21**
Name of the Work: **Through repairing of passage at Sikdar Para Lane in Ward No.-23.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **1,34,354.00.** Earnest Money: ₹ **2,700.00.** Period of Completion: **10 days.**

6. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/023/E10/25-26/APAS22**
Name of the Work: **Through repairing of concrete passage at Goenka Lane in Ward No.-23.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **3,19,739.00.** Earnest Money: ₹ **6,400.00.** Period of Completion: **10 days.**

7. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/024/24/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Renovation of sewer line at 24A, 24C Nimtala Ghat Street (Uttaran) in Ward No.-24.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **2,99,537.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

8. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/025/49/APAS6/25-26/R**
Name of the Work: **Repairing of footpath at Nanda Mallick Lane in Ward No-25 under Borough-IV.** Estimated Cost (Including GST& CESS): ₹ **2,34,652.00.** Earnest Money: ₹ **4,700.00.** Period of Completion: **20 days.**

9. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/025/52/APAS7/25-26/R**
Name of the Work: **Repairing of road surface at Baranashi Ghosh Lane in Ward No.-25 under Borough-IV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,94,979.00.** Earnest Money: ₹ **9,900.00.** Period of Completion: **20 days.**

10. NIT No.: **KMC/EE(C)/IV/22/E8/25-26/APAS14**
Name of the Work: **Repairing of Road I.P. and Concrete Passage at 165, N.S. Road (Rajakatra) in Ward No.-22.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,79,007.18.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **12 days.**

11. NIT No.: **KMC/EE(C)/IV/22/E9/25-26/APAS9**
Name of the Work: **Repairing of Footpath at Kalakar Street from 15B to 24 No. Kalakar Street in Ward No.-22.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,99,938.22.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **14 days.**

12. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/023/E14/25-26/APAS28**
Name of the Work: **Thorough repairing of concrete road at a portion of 4/1/2/A Hara Prasad Dey Lane in Ward No.-23.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,02,351.00.** Earnest Money: ₹ **8,050.00.** Period of Completion: **12 days.**

13. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/024/25/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Renovation of sewer line at 59 Pathuriya Ghat Street (Uttaran) in Ward No.-24.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,90,122.00** Earnest Money: ₹ **3,900.00.** Period of Completion: **15 days.**

14. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/024/26/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Improvement of passage at 59 Pathuriya Ghat Street and footpath at 269 Rabindra Sarani in Ward No.-24.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,99,688.00** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

15. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/023/E3/25-26/APAS19**
Name of the Work: **Thorough improvement of I.P. and C.C. passage at 26B, 26/8, R.B.N. Street and 6, Banshidhar Mullick Lane in Ward No.-23.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,46,724.00** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Period of Completion: **07 days.**

16. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/023/E13/25-26/APAS26**
Name of the Work: **Thorough repairing concrete road at 29 to 46 Shib Thakur Lane in Ward No.-23.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,22,047.00** Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion: **12 days.**

17. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/023/E6/25-26/APAS27**
Name of the Work: **Improvement of concrete road at a portion of 1 No. Hanspukur 1st Lane in Ward No.-23.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,39,341.00** Earnest Money: ₹ **8,800.00.** Period of Completion: **12 days.**

18. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/023/E2/25-26/APAS18**
Name of the Work: **Thorough improvement of concrete Road at Madhokesto Sett Lane in Ward No.-23.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,43,827.00** Earnest Money: ₹ **4,900.00.** Period of Completion: **07 days.**

19. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/023/E11/25-26/APAS24**
Name of the Work: **Thorough repairing of concrete Road at 43, Sikdar Para Street from 53 to 9 Sikdar Para Street in Ward No.-23.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,74,562.00** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **07 days.**

20. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/023/E12/25-26/APAS25**
Name of the Work: **Improvement of Concrete Road at a Portion of 21 Shib Thakur Lane from 2, Tansukh Lane to 29, Shib Thakur Lane in Ward No.-23.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,60,486.00** Earnest Money: ₹ **3,300.00.** Period of Completion: **07 days.**

21. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/025/37/APAS8/25-26/R**
Name of the Work: **Repairing of Road surface at Girish Park North (66 to 80 and other places) in Ward No.-25 under Borough-IV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,87,353.00** Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion: **20 days.**

22. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/025/58/APAS9/25-26/R**
Name of the Work: **Repairing of Concrete Road surface at 14, 18 Tarak Pramanik Road and other places in Ward No.-25 under Borough-IV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,32,375.00** Earnest Money: ₹ **4,700.00.** Period of Completion: **20 days.**

23. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/025/55/APAS10/25-26/R**
Name of the Work: **Repairing of Concrete Road surface at Pratap Ghosh Lane in Ward No.-25 under Borough-IV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,94,397.00** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

24. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/026/215/APAS24/25-26/R**
Name of the Work: **Repairing of Road surface at Kailash Kabiraj Lane in Ward No.-26 under Borough-IV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,01,959.27** Earnest Money: ₹ **8,100.00.** Period of Completion: **10 days.**

25. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-IV/026/212/APAS25/25-26/R**
Name of the Work: **Repairing of drainage Line at Nanda Mallick Lane (Part) in Ward No.-26 under Borough-IV.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,17,734.44.** Earnest

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩১১, সংখ্যা, বুধবার ২৮ আশ্বিন ১৪৩২

সংগীত শিল্পী কিশোর কুমার

ষাটের দশকের শেষের দিকে হতাশ, ডিপ্রেসড কিশোর কুমার ঠিক করলেন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গাঁয়ের বাড়ি খান্ডোয়া চলে যাবেন। বোম্বেতে তাঁর জন্য আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। খুব একটা ভুল কথা না। আসলে একই সঙ্গে সেই সময় স্ট্রাগল করছিলেন দুই কিশোর কুমার। একজন কমেডিয়ান, অন্যজন গান করেন। তাও হালকা চালের, মজার গান। গভীর কিছু না। সেরা গানগুলো জোটে মহম্মদ রফির ভাগ্যে। অভিনয়েও তিনি নায়ক না। বড়জোর সেকেন্ড লিড। ইন্ডাস্ট্রিতে একুশ বছর কেটে যাবার পরেও কিশোরকে সিরিয়াসলি নিচ্ছিলেন না সুরকাররা। অন্যদিকে কমেডিয়ান কিশোর ক্রমাগত গ্রাস করে নিচ্ছিলেন গায়ক কিশোরকে। আসলে ঝামেলাটা পাকিয়েছিলেন আভাস কুমার গাঙ্গুলী নিজেই। ১৯৪৮ সালে দেব আনন্দের 'জিদ্দি' ছবিতে কিশোর কুমার নামে অমরনে কি দুয়ায়েঁ কিয়ুঁ মাঙ্গুদ গেয়ে আত্মপ্রকাশ। শুনে দেখবেন। সায়গলের অক্ষম অনুকরণ মনে হবে। আর করতেনও তাই। তখন প্লে-ব্যাকের আকাশে গনগন করছেন মুকেশ। তাঁর ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন তালাত মহমুদ, মহম্মদ রফি। একের পর এক সিরিয়াস ক্লাসিকাল গানে ভরে উঠছে চলচ্চিত্র। সেখানে একেবারে নওসিখিয়া, তালিমহীন কিশোরকণ্ঠ নেহাত ফিকে।ছোট থেকেই প্রাঙ্কস্টার। টিকে থাকতে তাই বেছে নিলেন কমেডিয়ানের চরিত্র। ফল হল শাঁখের করাতের মত। একদিকে অভিনেতা কিশোরকুমার একের পর এক ছবি সাইন করতে লাগলেন, অন্যদিকে গায়ক কিশোরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করলেন সুরকাররা। ব্যাতিক্রম একজন। শচীন দেব বর্মন। একদিন অশোককুমারের বাড়ি দেখা করতে গিয়ে কিশোরের বাথরুম সং শুনে পছন্দ হয়ে যায় তাঁর। অশোককে বলেন, এই ছেলেকে দিয়ে আমি গান গাওয়াব। শুধু মুখের কথা না। পঞ্চাশের দশকে শচীন কত্তা বাজিদ ছবিতে দেব আনন্দের গলায় গাওয়ালেন মেরে লবোঁ মে ছিপেদ। মোটামুটি হিট। পরের বছরই মুনিমজিদ-তে আবার দেব আনন্দের গলায় জীবন কে সফর মে রাহি। সিনেমার এক ডজন গানের মধ্যে একটাই মেগা হিট। গায়ক কিশোর ভাবলেন ভাগ্য প্রসন্ন হল। পরের বছর আবার দেব আনন্দ। এবার সেন্টিমেন্টাল গান দুখি মন মেরে। সিনেমার নাম ফান্টুস। ততদিনে সায়গলের ছায়া থেকে বেড়িয়ে এসেছেন কিশোর। তবুও নায়ক কিশোরের ধারেকাছে নেই গায়ক সত্ত্বা। নবকেতনের নও দো গ্যারাদ তে হাম হ্যায় রাহি পেয়ার কে, পেয়িং গেস্ট-এ আশার সঙ্গে ছোড় দো আঁচল কিংবা সেই বছরের সেরা হিট মানা জনাব নে পুকারা নেহি গাইবার পর যখন ভাবছেন এবার পুরোপুরি গানে মন দেবেন, কালা পানির মত মেগা প্রোজেক্টে শচীন কত্তা তাঁকে বাদ দিয়ে সব গান গাওয়ালেন রফিকে দিয়ে। কত্তার থেকে সেই দশকে বলার মত সোলো একটাই পেয়েছিলেন কিশোর। এক লেড়কি ভিগি ভাগি সি-তাও নিজের লিপে। অবশেষে বিরক্ত কিশোর নিজেই সুর দিয়ে অভিনয় শুরু করেন। ৬১-তে রিলিজ করা ঝুমরুতে ঠান্ডি হাওয়া ইয়ে চাঁদ হ্যায় সুহানি-তে তাঁর গলা শুনে চমকে গেলেন শ্রোতারা। এ কোন কিশোর? এত আবেগ তাঁর গলায়! আগে তো কেউ এর খোঁজ রাখে নি! একের পর এক বেদনাভরা গানে নিজেকে নিংড়ে দিতে লাগলেন কিশোরকুমার।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্যোগী নাট্য সংস্থা'র স্মৃতির এক কাহিনী। সালটা ১৯৯২, ৭ই ডিসেম্বর। প্রখ্যাত প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম শতবর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করে তৎকালীন ২৪ পরগনার কালিকাপুরে দুদিন ব্যাপী নাট্য আন্দোলনের শরিক হিসেবে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি সংসদ এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শতবর্ষ উদযাপন কমিটির যৌথ উদ্যোগে নাট্য বিষয়ক আলোচনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন নাট্যদলের নাটক নিয়ে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। এই উৎসবের দ্বিতীয় দিনে উদ্যোগী নাট্য সংস্থা। আমন্ত্রণ পেয়েছিল নাট্য প্রযোজনা করার জন্য। মূলত তৎকালীন ডানলপ কারখানার কর্মী কালিকাপুরের বাসিন্দা নাট্য কর্মী প্রতীম রায়ের। নাট্য বিষয়ক আলোচনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সজল রায়চৌধুরী, বিভাস চক্রবর্তী এবং অভিনেত্রী সাধনা রায়চৌধুরীর.মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ। উদ্যোগীর নাটক অমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ' 'অয়নান্ত' মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। এই নাটকটির পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন উত্তরপাড়ার ' সীমন্তক ' নাট্য গোষ্ঠীর নাট্যকার নির্দেশক ও অভিনেতা অমিতাভ ঘোষ। শামুদার (অমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের) নাটকটি বিশিষ্ট অভিনেত্রী কেতকী দত্তকে নিয়ে। শামুদার এই মৌলিক নাটক 'অয়নান্ত' বলা যায় একটি ক্লাসিক নাটক। পরিসংখ্যান অনুযায়ী.এই নাটকটি কম মঞ্চস্থ হলেও প্রশংসিত হয়েছিল দর্শকদের আকৃষ্ট করেছিল। এই নাটকটির মূল বিষয়টা কেতকী দত্তের অভিনয় জীবন নিয়ে। উদ্যোগীর পক্ষ থেকে। কলকাতার বেলগাছিয়ায় কেতকী দত্তের মেয়ের বাড়িতেই অনুমতি সাপেক্ষে হাজির হয়ে শামুদা নাটকটি পাঠ করেছিলেন অভিনেত্রী কেতকী দত্তের সামনে। তিনি নাটকটি শোনার পর প্রশংসার পাশাপাশি তাঁকে নিয়ে অমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনার প্রকাশকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন.। 'অয়নান্ত' নাটকটির মঞ্চায়নের সুযোগ আরও এক মূল্যবান প্রাপ্তি যে উপস্থিত আমন্ত্রিত বিদগ্ধ জনের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল এবং সমাদৃত হয়েছিল। মুখ্য চরিত্রে মন্দিরা সোমের অভিনয় এবং কত্তা বাবুর চরিত্রে তপন ঘোষের অভিনয় খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। মন্দিরার অভিনয় তাঁর কণ্ঠে গান এবং নৃত্যশৈলী দর্শকদের আকৃষ্ট করেছিল। এই নাট্যোৎসবের উদ্যোগীর ইতিহাসের এক অনন্য নজির হয়ে আছে। বাংলা নাটকের জগতে বহু বিস্মৃত ঘটনা রয়েছে যা আজও প্রকাশ পায়নি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

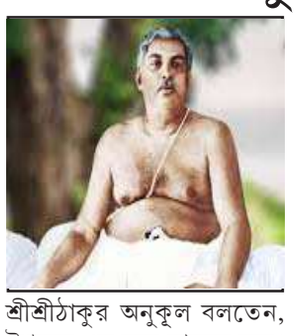

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনওদিন ফুরায় না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলেছেন, জগতমাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। জগত মাতার সাড়া গ্রহণ করতে হবে। তিনি আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল বিপ্লবীরা। যদিও সেই সব পদক্ষেপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তবুও ব্রিটিশ সরকারকে ভাবতে হয়েছিল যে ভারতে শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে গেলে ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের একেবারে তাচ্ছিল্য করা যাবে না। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তাঁর পথ ধরেই পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী সংগ্রাম এবং সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির কিংসফোর্ট হত্যা অভিযান। এটা বড় রকমের দুঃসাহসিক অভিযান। সমগ্র ব্রিটিশ সরকারের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরে আসতে হবে বিপ্লবী বাঘা যতীনের বালেশ্বের সংগ্রামের ঘটনায়। বালোসোরে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সংগ্রাম বাংলার বিপ্লবীদের সাহস জুগিয়ে ছিল। এরপরে আসতে হয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায়। সেখানে মাস্টারদা সূর্য সেন যেভাবে সেনা বাহিনী নির্মাণ করে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে লড়াই করেছিল তা কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনকে সাহস দিতে থাকে। তারপরে রয়েছে ভগৎ সিংয়ের আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ। এটা শেষ না হতেই আবার শুরু হল লর্ড আরইউনের স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা যা গান্ধিজির মনকে গভীরভাবে আহত করেছিল। এর আগে ঘটে গিয়েছে দিল্লিতে বসন্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে দিল্লিতে ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ হত্যা পরিকল্পনা। খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। মাস্টার মাইণ্ড বিপ্লবী রাস বিহারী বোসকে ধরা যায়নি। কিন্তু অবোধ বিহারী, আমির চাঁদ এবং বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়েছিল। এর আগে ১৯০৯ সালে আলিপুর বোমা মামলা ১৯০৮ সালে শুরু হয়েছিল। মামলায় অরবিন্দ ছাড়া পেলেও বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম হয়। যদিও পরে হাইকোর্টে আপিল করে ফাঁস রদ হয়ে দ্বীপান্তরের সাজা হয়। গান্ধির অহিংসা আন্দোলন ভারতে এসে উপস্থিত হয়েছিল অনেক পড়ে। তখন ভারত তথা বাংলা বিপ্লবী আন্দোলন ছাড়া অন্য কোনও পথ নির্মাণ করতে পারছিল না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। তারপরে ধীরে ধীরে গান্ধিজি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অহিংসার প্রবেশ করিয়েছিলেন কংগ্রেসের মঞ্চকে ব্যবহার করেই। কংগ্রেসে যদি গান্ধিজি ঠাঁই না হতো তাহলে কিন্তু গান্ধিজির সত্যাগ্রহ, অসহযোগ বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করতো না কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ গান্ধিজির প্রতিটি আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হতে পেরেছিলেন একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কংগ্রেসের সদস্যদের সক্রিয় অংশ গ্রহণে। আর বিপ্লবী আন্দোলন বা সংগ্রামের পাশে ভারতের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা ছিল না। সেখান বিপ্লবীদের নিজেদের শক্তির ওপরে ভরসা করে লড়াইতে জিইয়ে রাখতে হয়েছে। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন খুবই গোপনে করতে হয়েছে। এবং এই বিপ্লবী আন্দোলনকে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য ইরেজ শাসকেরা গোড়ায় আঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা বিপ্লবী সমিতির সদস্যদের ধরে ধরে গ্রেফতার করতে শুরু করে। কিন্তু কত বিপ্লবী সমিতির সদ্যসদের ধরে ধরে গ্রেফতার করবে ইংরেজ পুলিশ। পরে তাদের ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করে। ইতিমধ্যে কলকাতায় ঘটে গেল রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠন (১৯১৪)। সেই অস্ত্র গিয়ে উপস্থিত হতে থাকলো বিপ্লবী সমিতির সদস্যদের কাছে। কলকাতার পুলিশ কর্তা চার্লস টেগার্ট তৎপরতার সঙ্গে রডা কোম্পানির অধিকাংশ অস্ত্র উদ্ধার করেছিলেন। ভারতের সশস্ত্র আন্দোলনকে রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন গান্ধিজি। তিনি তাঁর অহিংসা মন্ত্র দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত করার ইচ্ছাকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করেন। তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি তখন গান্ধিজির সঙ্গে হাত মিলিয়ে যদি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়তে কংগ্রেসে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত না করতেন তাহলে সুভাষচন্দ্র বোসের মতো তরুণ কংগ্রেস দল পেত কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেওয়ার ফলে ভারতের স্বদেশি আন্দোলনকারীদের কাছে সুভাষ সমাদর লাভ করতে শুরু করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি বিতারিত হওয়ার ফলে ছাত্র সমাজে বিশেষ করে বাংলার তরুণ সমাজের কাছে তিনি তখন বলতে গেলে একজন হিরো। বিপ্লবীরাও অপেক্ষা করেছিল এই রকম একজন ছাত্র নেতা পাওয়ার জন্য। বাংলার সংগ্রামকে আরও বেশি উজ্জ্বল করে তুলতে সুভাষের মতো সাহসী তরুণ খুবই প্রয়োজন ছিল। এদিকে গান্ধির সঙ্গে বিপ্লবীদের মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে। গান্ধিজি বাংলা সফর করে বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে বিপ্লবীদের তাঁর অহিংসা আন্দোলনে যুক্ত করতে হবে। তখন বাংলার তরুণ সমাজ বিশেষ করে তারা হিংসাত্মক সংগ্রামকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে থাকে। গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন ইংরেজ শাসকদের ভয়ের কারণ নয় এটা তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। গান্ধিজি ইংরজ শাসকদের কাছে মানবিক সহানুভূতি লাভ করা প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছিলেন যাকে বিপ্লবীরা সহজে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। তার ফলে গান্ধিজির সঙ্গে বিপ্লবীদের মানসিক দূরত্ব দেখা দিতে শুরু করে। গোপীনাথ সাহা কলকাতা পুলিশ কর্তা চার্লস টেগার্ট ভেবে একজন নিরীহ ইংরেজ আনের্স্ট ডে'কে হত্যা করলেন। তাতে কংগ্রেসের নেতা মহাত্মা গান্ধি খুবই ক্ষুব্ধ হন। তিনি বারবার একটি কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে কয়েকজন ইরেজ শাসকদের হত্যা করে ভারতের স্বাধীনতা আসবে না। ইংরেজ প্রশাসকদের ধরে ধরে হত্যা করতে থাকলে ইংরেজরা তখন নিরীহ ভারতবাসীদের ওপরে অস্ত্র প্রয়োগ করতে থাকবে। তাতে রক্তক্ষয় হবে। কাজের কাজ কিছু হবে না। সেই কারণে গান্ধিজি বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন যে এমন একটি সংগ্রাম করতে হবে যেখানে সবার অংশ গ্রহণ থাকবে। লড়াই হবে সম্মুখে। পিছন থেকে কোনও লড়াই সাফল্য লাভ করতে পারে না। বিপ্লবীরা পিছন থেকে সংগ্রাম করছে। তাদের সংগ্রামে ভারতের সর্বস্তরে জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারছে না এবং জনগণ অংশ গ্রহণ করতে পারছে না বা বিপ্লবী আন্দোলনের গতি প্রকৃতিকে ধরতে পারছে না। তার ফলে বিপ্লবী আন্দোলন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কংগ্রেস তখন ভারতের একটি শক্তিশালী জাতীয় সংগঠন। এই সংগঠনের মধ্যে অহিংসা এবং সহিংসা বিরোধ গেলে গেল। কোন পথসঠিক তা নিয়ে চলতে থাকলো তর্কবিতর্ক। সুভাষ চন্দ্র বোস থেকে শুরু করে অধিকাংশ তরুণ কংগ্রেস সদস্যরা বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতে থাকে। কংগ্রেস ইংরেজ শক্তিকে পাশে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে চায় তাতে সায় দিতে পারলেন না সুভাষ চন্দ্র বোস। তার ফলে তিনি একটি সময়ে কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরে গেলেন। এবং জাপানে রাস বিহারী বোসের পথকে অনুসরণ করতে থাকলেন। সুভাষ বোস কংগ্রেস ত্যাগ করে যখন ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করেছেন তখন রাস বিহারী বোস জাপানে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন। সুভাষ বোসের কাছে সেই খবর এসে পৌঁছাতে শুরু করে। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষ চন্দ্র থাকলে তিনি সব সময়ে বিপ্লবীদের সমর্থন করেন। পণ্ডিত নেহরু বিপ্লবীদের সমর্থন করতে শুরু করলে গান্ধিজির বেশ রাগান্বিত হয়েছিলেন।

বিশিষ্ট বাঙালি লেখক উমাপ্রসাদ মুখার্জি

সৌরেন্দ্র মুখার্জি

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি (১২ই অক্টোবর,১৯০২ সালে। একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি সাহিত্যিক, যাঁর প্রধান বিচরণক্ষেত্রটি হল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ধারা, ভ্রমণ-কাহিনী। মণিমহেশ নামক ভ্রমণকাহিনীর জন্যে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, তিনি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। উমাপ্রসাদের জন্ম বিজয়াদশমীর দিনকলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের রসা রোডের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় পরিবারে। তার পিতা ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখো পাধ্যায় এবং মাতা ছিলেন যোগ মায়া দেবী। আশুতোষ এবং যোগমায়ার সাতটি সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। বিজয়া দশমীর দিন জন্ম বলে, তার ডাক নাম ছিল বিজু। মা যোগমায়া দেবী ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী এবং সুরুচি সম্পন্না প্রগতিশীলা নারী, যাঁর প্রভাব অবধারিতভাবেই পড়েছিল সমস্ত সন্তানদের উপরে।

শৈশবে উমাপ্রসাদ অত্যন্ত সুশ্রী দেখতে হলেও, তার শরীর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। ৫ বছর বয়সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হন তিনি।

শিশুকাল থেকেই লেখক ছিলেন মেধাবী, অন্তর্মুখী, পশুপ্রেমী এবং দরদী মনের মানুষ। তার ছেলে বেলার বিবরণ পাওয়া যায় তার রচিত প্রবন্ধ 'আমার ছেলেবেলা'তে।

হাতেখড়ির পরে, বাড়ির বিশাল লাইব্রেরীতেই শুরু হয় উমাপ্রসাদের প্রথম পাঠ। তার প্রথম শিক্ষক ছিলেন প্রিয়নাথ বসু এবং মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। সাত বছর বয়সে ভবানীপুর মিত্র ইন্সিটিটিউশনে শুরু হয় তার প্রথাগত শিক্ষাজীবন। ১৯১৯ সালে উমাপ্রসাদ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে।

১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। এই পরীক্ষায় বাংলা রচনায় দক্ষতার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য পদক এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বৃত্তি ও পারিতোষিক, ভাষা ও অঙ্কে ভালো নম্বরের জন্যে ডাফ বৃত্তি, ইংরাজি ও অঙ্কের জন্যে সারদাপ্রসাদ পুরস্কার এবং পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্যে স্টিফেন বিনে পদকপ্রাপ্ত হন।

এরপর ঐ কলেজ থেকেই ১৯২৩ সালে ইংরাজিতে অনার্স সহ বি এ পাশ করেন প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে। এরপরে ১৯২৫ সালে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম এ পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপর আইন পড়া শুরু করেন এবং ১৯২৮ সালে বি এল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সপ্তম স্থান অধিকার করেন। প্রথম জীবনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যপনা করেছেন দীর্ঘ কুড়ি বছর। অত্যন্ত আত্মগম্ভীর কিন্তু রসবোধে পূর্ণ লেখক আজীবন ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠায় অবিচল এবং অত্যন্ত নিয়মানুবর্তি ব্যক্তিত্ব। তার প্রখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম প্রাক্তন ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র এবং সাংবাদিক অরুণ বাগচী। অধ্যাপনা ছাড়াও আইনজ্ঞ হিসেবেও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন তিনি। আলিপুর কোর্ট, বিড়লা কোম্পানীর লিগ্যাল আডভাইসার, বেঙ্গল লাইব্রেরির অর্থ দপ্তরের কাউন্সিল মেম্বার, চেয়ারম্যান, লিকুইডেটার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ট্যাবুলেটর হিসেবেও দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন তিনি। কর্মক্ষেত্রে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের সংস্পর্শে আসেন।

ভ্রমণ এবং পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা নিয়েও তার সবিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বেঙ্গল লন টেনিস আসোশিয়েশনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং নিজে একজন টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন।

১৯৩২ সালে রেফারি ট্রেনিং নিয়ে পাশ করেন আই এফ এ থেকে এবং পরবর্তীকালে রেফারি আসো শিয়েশনের সদস্য ছিলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোয়িং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। তিনি ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ সংস্থা 'হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন' এর প্রতিষ্ঠাতা। দার্জিলিঙের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এবং 'হিমালয়ান ক্লাব'-এর আজীবন সদস্য ছিলেন তিনি। খেলাধুলার পাশাপাশি সঙ্গীতেও তার দক্ষতা ছিল।

উমাপ্রসাদ ছিলেন এক অক্লান্ত পরিব্রাজক। যৌবনের প্রারম্ভে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে মাতৃদেবীকে নিয়ে প্রথম হিমালয় দর্শনে যান। তারপর অকৃতদার এই পরিব্রাজক দীর্ঘদিন হিমালয়ের পথে পথে ঘুরেছেন- পরনে গেরুয়া ফতুয়া আর লুঙ্গি, কাঁধে ঝোলা নিয়ে। পরে ঘুরে বেড়িয়েছেন গহন জঙ্গলে,রুক্ষ মরুভূমিতে, নৌকার যাত্রী হয়ে ভ্রমণ করেছেন সমুদ্রে। চিত্রাঙ্কন এবং চিত্রগ্রহণে তার গভীর জ্ঞান ছিল। অগণিত স্থিরচিত্র ছাড়াও ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কৈলাশ-মানস সরোবর ভ্রমণের তিনি একটি চলচ্চিত্র তুলেছিলেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তোলা তার ছবির অ্যালবাম 'আলোকচিত্রে হিমালয়' ওই সময়ের হিমালয়ের ভৌগোলিক বৈশিষ্টের দলিল। এলাহাবাদের কুম্ভমেলার মতো বিষয় স্থান পেত।

পান্নালাল ভট্টাচার্য- জীবন সাধনায়

ড. শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পান্নালাল ভট্টাচার্যঃ জীবনে, সাধনায়। বাংলা সাধন সংগীত ধারার উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন তিনি। রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের সংগীত তাঁর কণ্ঠের অলৌকিক মাধুর্যে যেন প্রাণ পেয়েছিল। বাঙালির কালীচেতনা পূর্ণতা পেয়েছিল পান্নালাল ভট্টাচার্যের শ্যামা সংগীতে। রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের সাধনা নিবিড় মাতৃ ভক্তিতে নিজের সময়ের বৃত্তে দাঁড়িয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। আমার ছোট দাদু পান্নালাল ভট্টাচার্যের ঐশ্বরিক কণ্ঠ ছাড়া আজও তাই বাঙালির শ্যামা আরাধনা অসম্পূর্ণ।

আমার ছোট দাদু ছিলেন হাওড়ার পায়রাটুঙ্গির ভাদুড়ী জমিদার পরিবারের সন্তান। এই পরিবারে কেউ পাণ্ডিত্যের কারণে বর্ধমান মহারাজের কাছ থেকে ভট্টাচার্য উপাধি পান। সেই কারণেই এই পরিবারের অনেকেই ভাদুড়ী হলেও ভট্টাচার্য ব্যবহার করতেন। পান্নালাল ভট্টাচার্যের পিতা সুরেন্দ্রনাথ এই সূত্রেই ভট্টাচার্য ব্যবহার করতেন। এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের ধর্ম ভাবনায় ছিল এক আশ্চর্য সমন্বয়ের ভাব। এঁদের ধর্মীয় চেতনায় বৈষ্ণব প্রীতি ছিল বিলক্ষণ কিন্তু চণ্ডী পুজো থেকে লক্ষ্মী পুজো সর্বত্রই ছিল তন্ত্রের প্রাধান্য। সেই উত্তরাধিকার বর্তে ছিল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

এই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে জমিদারি ছেড়ে একসময় সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তখন তাঁর বয়েস মাত্র চোদ্দ। পরবর্তীতে অবশ্য সাঁতরাগাছির গুরু পরিবারের নির্দেশে তিনি বিবাহ করেন অন্নপূর্ণা দেবীকে। তাঁদেরই তিন সন্তান বাংলা সংগীত ধারার তিন কিংবদন্তি - সুরকার প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, স্বর্ণ কণ্ঠশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং সাধক শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য।

এগারো ভাই-বোনের কনিষ্ঠতম - আমার ছোট দাদু পান্নালাল ভট্টাচার্য যখন সাত মাসের মাতৃগর্ভে, তখন হঠাৎই একদিন মারা যান সুরেন্দ্রনাথ। স্বামীর এই অকাল প্রয়াণে স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েন অন্নপূর্ণা দেবী। তবু পায়রাটুঙ্গিতে ফিরে যাননি অন্নপূর্ণা। এরপর ছিল সন্তানদের নিয়ে তাঁর বেঁচে থাকার লড়াই। পাশে দুই ছেলে। তাঁর বড় ছেলে, আমার দাদু - প্রফুল্ল ভট্টাচার্য এবং তাঁর মেজো ছেলে, আমার মেজ দাদু - ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। তারপর অবশ্য ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটেছে। ফুটেছে সুদিনের আলো। সুরকার হিসেবে আমার দাদু প্রফুল্ল ভট্টাচার্য ধীরে ধীরে সংগীতের জগতে নিজের অস্তিত্বের ছাপ রেখেছেন আর মেজ দাদু ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য হয়ে উঠেছেন সংগীতে জীবন্ত কিং বদন্তি। ছোট ভাই পান্নালাল - আদরের পানুকে তাঁরা দুই

ব্যাঙ্গালুরুর ঘটনায় নিহত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়ালো রাজ্য

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৪ অক্টোবর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে

কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালুরুতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত বহরমপুর এবং হরিহরপাড়া থানা এলাকার ৭ পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে দাঁড়ালো পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নির্দেশে মঙ্গলবার রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দেন। প্রায় এক মাস আগে বহরমপুর থানার অন্তর্গত রাজধরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ পীরতলা গ্রাম এবং হরিহরপাড়া থানার খিদিরপুর গ্রাম থেকে মিনারুল শেখ, জিয়াবুর শেখ, হাসান মন্ডল, তাজিবুর শেখ, নুরজামাল শেখ, সাফিজুল শেখ এবং জাহিদ আলী নামে ৭ জন পরিযায়ী শ্রমিক ব্যাঙ্গালুরুর বিরডি এলাকায় গিয়েছিলেন । সেখানে তারা একটি বহুতল নির্মাণের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দৈনন্দিন কাজের শেষে গত ৬ তারিখ রাতে মুর্শিদাবাদ জেলার পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন ঘুমিয়ে ছিলেন সেই সময় ঘরের মধ্যে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক করে একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে । সেই ঘটনায় ৭ জন পরিযায়ী শ্রমিক গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। এরপর ওই নির্মাণস্থলে থাকা বিভিন্ন পরিযায়ী শ্রমিক এবং অন্যান্য নির্মাণস্থলে কর্মরত মুর্শিদাবাদ জেলার পরিযায়ী শ্রমিকেরা অগ্নিদগ্ধ ৭ জনকে ব্যাঙ্গালুরুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করান। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন গত কয়েকদিন একে একে মুর্শিদাবাদ জেলার ৭ পরিযায়ী শ্রমিকেরই মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মৃত শ্রমিকদের দেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শোকস্তব্ধ পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করার জন্য মঙ্গলবার কলকাতা থেকে ছুটে আসেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। আজ তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান, তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার সহ জেলা পুলিশ প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ কর্তা। দমকল মন্ত্রী বলেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক এই ঘটনা। মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বের কাছ থেকে গোটা ঘটনা জানার পরই মুখ্যমন্ত্রী যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং তাঁর নির্দেশেই আমি আজ মুর্শিদাবাদ জেলায় মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এসেছি। ' তিনি জানান, 'ব্যাঙ্গালুরুতে দুর্ঘটনায় নিহত পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রত্যেকের পরিবারের হাতে আজ দু'লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও আমরা নিহত শ্রমিকদের পরিবারের পাশে সর্বদাই রয়েছি। ' অন্যদিকে ব্যাঙ্গালুরু দুর্ঘটনায় নিহত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের একাংশ অভিযোগ তুলেছেন এই ঘটনার পেছনে নাশকতা হয়ে থাকতে পারে। সেই প্রশ্নের উত্তরে সুজিত বসু বলেন, 'এই ঘটনায় একটি এফআইআর হয়েছে এবং তদন্ত চলছে । তদন্ত শেষে বলা যাবে প্রকৃত কী ঘটনা ঘটেছিল।' আজ দমকল মন্ত্রী হরিহরপাড়া থানার রুকুনাপুর-বলরামপাড়া গ্রামেও যাবেন। সেখানে তিনি প্যারা এসএফ এলিট ফোর্স কমান্ডো পলাশ ঘোষের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। সম্প্রতি জম্মু- কাশ্মীরে অনন্তনাগ জেলায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে গিয়ে তুষারঝড়ের কবলে পড়ে পলাশ ঘোষের মৃত্যু হয়।

তুফানগঞ্জে বিজেপির দুটি দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর .. অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৪ অক্টোবর ঃ গতকাল তুফানগঞ্জ শহরের দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায় কে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগান এবং মারধরের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পুলিশের সামনে রীতিমত তাণ্ডব চালিয়েছিল তারা। এই ঘটনায় এক বিজেপি কর্মী গুরুতরত অবস্থায় তুফানগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মঙ্গলবার ভোর রাতে তুফানগঞ্জ এক ব্লকের চিলাখানা দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দেওচড়াই মোর দলীয় কার্যালয় এবং ঘগারকুটি দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। দলীয় কার্যালয়ের আসবাবপত্র সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এবং অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে যদিও অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। এই প্রসঙ্গে বিজেপির স্থানীয় মন্ডল সভাপতি চিরঞ্জিত দাস বলেন - রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিজেপির দুটি কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। আইন-শৃঙ্খলা রাজ্যে নেই। গতকাল পুলিশের সামনে যে ঘটনা ঘটেছে তারপর এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ছিল। তবে তৃণমূল যেন না ভাবে বিজেপি হাতে চুরি পরে বসে আছে। সঠিক সময়ে সঠিক উত্তর দেওয়া হবে। পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর ক্ষোভপ্রকাশ করেন তিনি। ঘটনা নিয়ে লিখিত অভিযোগ থানায় দায়ের করা হবে বলেও জানান তিনি। যদিও ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে চিলাখানা ২ অঞ্চলের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুমন রহমান বলেন - বিজেপির পায়ে তলা থেকে মাটি সরে গেছে। তৃণমূলকে বদনাম করতেই তারা নিজেরাই এ কাজ করেছে আসলে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় চরম গোষ্ঠীকোন্দল রয়েছে বিজেপি। তাদের দুটি কার্যালয় ভাঙচুর তারই প্রতিফলন। এই ঘটনার সাথে তৃণমূল যুক্ত নয়। প্রশ্ন একটাই বারংবার কেন বিরোধীরা কোন কর্মসূচি গ্রহণ করলে তাতে বাধা দেওয়া হয় এবং বারংবার কেন শুধুমাত্র বিরোধীদের কার্যালয় ভাঙচুর করা হয় ? যদিও বারংবার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। তবে পরিস্থিতি যেভাবে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে তাতে আগামী দিনে কোচবিহার দীপ্তির্ণ অংশ রক্তাক্ত হবে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। যদিও এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার বা আটকের কোন খবর পুলিশ প্রশাসন সূত্রে নেই।

বর্ধমান মেডিকেল কলেজে শিশু চুরি! চাঞ্চল্য হাসপাতাল চত্বরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ অক্টোবর ঃ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শিশু চুরির ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। অভিযোগ, হাসপাতাল চত্বর থেকে ১৮ দিনের এক শিশুপুত্রকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন বীরভূমের কীর্ণাহারের বলরামপুরের বাসিন্দা সেলেফা খাতুন তাঁর ১৮ দিনের শিশুপুত্রকে নিয়ে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের আউটডোরের শিশু বিভাগে আসেন। সঙ্গে ছিলেন তার মা হামিদা বিবি। শিশুটির বাবা সুজল সেখ ওষুধ আনতে গিয়েছিলেন। চিকিৎসক অনুপস্থিত থাকায় সেলেফার নিজের চেক-আপ না হওয়ায় তিনি প্রসূতি বিভাগের বহিঃবিভাগের বারান্দায় শিশুকে নিয়ে বসেছিলেন। সেই সময়ই হলুদ রঙের চুরিদার পরিহিতা এক মহিলা তাদের কাছে এসে শিশুটিকে আদর করতে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পর কোলেও নেন। অভিযোগ, অল্প সময়ের মধ্যেই ওই মহিলা শিশুটিকে কোলে নিয়েই চম্পট দেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে হামিদা বিবি সঙ্গে সঙ্গে জামাই সুজল সেখকে ফোনে খবর দেন। সুজল সেখ তড়িঘড়ি হাসপাতালে গিয়ে পুলিশ ক্যাম্পে অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতাল চত্বর জুড়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) দেবাশীষ চক্রবর্তী ও বর্ধমান থানার আইসি দিব্যেন্দু দাস। পুলিশ ইতিমধ্যেই হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। শিশুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। হাসপাতালে ভর্তি থাকা এক রোগীর আত্মীয় সুরজ সাহানা বলেন, এভাবে ভিড়ের মধ্যে থেকে শিশু চুরি হওয়া সত্যিই উদ্বেগজনক। নিরাপত্তা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। এই ঘটনার পর বর্ধমান মেডিকেল কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঘিরে উঠেছে প্রশ্ন। হাসপাতালের সুপার তাপস ঘোষ জানিয়েছেন, বিষয়টি আমার জানা নেই, বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মমতার জন্যই আমি সাংসদ হয়েছি ঃ শতাব্দী

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১৪ অক্টোবর ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই আমি ২০০৯ সালে বীরভূম থেকে জয়ী হয়ে সাংসদ হয়েছি। এখন যারা পদে রয়েছেন বা নতুন করে দায়িত্ব পাচ্ছেন সবই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। মঙ্গলবার বীরভূমের নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুরে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনি অনুষ্ঠানে একথা বলেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। মঙ্গলবার নলহাটি ১ এবং ২ নম্বর ব্লকে তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দুটি সভাতেই মধ্যমণি ছিলেন সলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল। এছাড়াও দুটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাঁসনের বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়, নলহাটির বিধায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদ সিংহ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, সাংসদ শতাব্দী রায়। লোহাপুরের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শতাব্দী রায় পরিস্কার জানিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কারও কোন মূল্য নেই। তবে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করি বলেই মানুষের পাশে থেকে কিছু করতে পারছি। আমি কোন রাজনৈতিক দল করতাম না। আপনারাও আমাকে এখানে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে দেখনি। সে সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠিয়েছিলেন বলেই আপনারা আমাকে জয়ী করেছেন। তাই এবার পুনরায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট আসছে। তাঁকে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। সম্বোধন করে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দশটি কুনকি হাতি পুরস্কৃত

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক দুর্যোগের পরে বিভিন্ন জায়গায় আটকে পড়া মানুষ ও বন্য পশুদের উদ্ধার কাজে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্যে বন দপ্তর সেখানকার দশটি কুনকি হাতিকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ওই হাতিগুলির সঙ্গে তাদের মাহুতকেও পুরস্কৃত করা হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। পুরস্কার হিসাবে দূর্যোগের পরে তাদের ভূমিকার কথা সার্ভিস বুকে লিপিবদ্ধ করা হবে বলে সূত্রের খবর।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SINGUR DEVELOPMENT BLOCK
SINGUR, HOOGHLY
NOTICE INVITING e-TENDER
Notice inviting e-Tender for 43 nos of work, e-NIT No. 01/APAS/2025-26 bearing Memo No 3599/BDO/Singur, Dated-09.10.2025 of the Office of the Block Dev. Officer, Singur Dev. Block, Singur, Hooghly, mentioned in the portal www.wbtenders.gov.in. For more details related to this e-NIT please login website: www.wbtenders.gov.in (Closing date:-03/11/2025 at 6:00 PM).
Sd/-B.D.O.
Singur Dev. Block

NAWABPUR GRAM PANCHAYET
Dudhkalmi::Jangalpara Bazar::Chanditala
(1) eNIT NO: 131/NGP/APAS/B-46/D/25-26. Dated: 14-10-2025
(2) eNIT NO: 132/NGP/APAS/B-60/R/25-26. Dated: 14-10-2025
(3) eNIT NO: 133/NGP/APAS/B-58/D/25-26. Dated: 14-10-2025
(4) eNIT NO: 134/NGP/APAS/B-58/PW/25-26. Dated: 14-10-2025
(5) eNIT NO: 135/NGP/APAS/B-59/D/25-26. Dated: 14-10-2025
(6) eNIT NO: 136/NGP/APAS/B-61/PW/25-26. Dated: 14-10-2025
(7) eNIT NO: 137/NGP/APAS/B-56/P/25-26. Dated: 14-10-2025
E-tenders are invited online through **https://wbtenders.gov.in** by the prodhan Nawabpur Gram Panchayat, Dudhkalmi, Jangalpara Bazar, Chanditala (FOR 7 NOS OF SCHEME). Bid submission last date (online): **03/11/2025 at 14.00 hrs**. Technical bid opening date: **06/11/2025 at 1:00 PM.** Details information is available at this office within working days or website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Nawabpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-27/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 21(Twenty One) nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **11.10.2025 up to 24.10.2025 16.00 PM**. Bid submission starting from **11.10.2025 up to 24.10.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **27.10.2025 at 16:05 A.M.** For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Purulia-1 Development Block, Chakda, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO:
NIeT-WBPUR/BDO/NIeT-08/25-26
E-tenders are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 1.00 PM of 24/10/2025 for 25 nos schemes** under APAS 2025-26. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Block Development officer
Purulia-1 Development Block

HDFC BANK
We understand your world
নিবন্ধিত অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাংক হাউস সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০০১৩এবং এর একটি অফিস রয়েছে
এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডে খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, প্রথম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস,কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৪২।

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি।

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (ব্যাংক) ঋণগ্রহীতাদের ঋণওভারড্রাফট-এর বিরুদ্ধে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে। ঋণগ্রহীতাদের সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা
পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্ট গুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ, যেখানে ব্যাংক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্ট গুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য **২৩ অক্টোবর ২০২৫** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, শেয়ার বাজারে অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীতা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং	ঋণ হিসাব নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	বকেয়া ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের হিসাবের পরিমাণ	বিক্রয়ের তারিখ বিজ্ঞপ্তি
১	XXXXXXXXX ০৬২২	ভিনীতা গুলগুলিয়া	২,০০,০০০.০০	১৩-১০-২০২৫
২	XXXXXXXXX ৯২৬১	রুমা মন্ডল	৯,৮৬,৭৯৯.৯৯	১৩-১০-২০২৫
৩	XXXXXXXXX ৫১৪৪	হিমাংসু কুমার অধীকারী	১২,০৯৮.৬০	১৩-১০-২০২৫
৪	XXXXXXXXX ৭১৫৯	কীর্তি গুপ্তা	৪,৮৩,৭৯১.৫০	১৩-১০-২০২৫
৫	XXXXXXXXX ৯২২১	যোগীন্দ্র ঠাকুর	১২,১০২.৩৫	১৩-১০-২০২৫
৬	XXXXXXXXX ১০২২	শ্রী ভগবান কানোরিয়া	৮৩,১৩৩.৮৪	১৩-১০-২০২৫
৭	XXXXXXXXX ৯২০৫	সলিল কুমার ঘোষ	১,৪৫,৫২৬.১০	১৩-১০-২০২৫
৮	XXXXXXXXX ৫৭৬০	মৈত্রেয়ী দত্ত	১০,০৯,১৪২.২৩	১৩-১০-২০২৫
৯	XXXXXXXXX ৪৫৯৪	অন্নদা প্রসাদ পাইক	৭,৪৬২.৭৩	১৩-১০-২০২৫
১০	XXXXXXXXX ৮৫৩১	সূর্য কুমার সামন্ত	৩,২৯,৮১৯.৬৪	১৩-১০-২০২৫
১১	XXXXXXXXX ৬০৩৭	শ্রীপ্রকাশ চন্দক	১০,১৮,২৫৭.২১	১৩-১০-২০২৫
১২	XXXXXXXXX ২৮২	রানী দেবী রুংটা	১৯,৭৮,১২৯.৮০	১৩-১০-২০২৫
১৩	XXXXXXXXX ৭৭৭২	অশোক আগরওয়াল	১৩,৪০,২৬৬.৪৮	১৩-১০-২০২৫
১৪	XXXXXXXXX ৪২৮৪	সোমনাথ দে	৩৩,৮৪৬.৭৫	১৩-১০-২০২৫
১৫	XXXXXXXXX ৭৬৮২	সমীর কুমার ব্যানার্জী	৩,৭৯,৪২০.২৪	১৩-১০-২০২৫
১৬	XXXXXXXXX ০১৬২	উমেশ ওরাওন	১২,২২১.০০	১৩-১০-২০২৫
১৭	XXXXXXXXX ৭০২২	এমডি শাকিল আনসারী	৭,০৩,৭৬৮.৮২	১৩-১০-২০২৫
১৮	XXXXXXXXX ৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৫,০৮১.৯৭	১৩-১০-২০২৫
১৯	XXXXXXXXX ০২১৭	রাহুল বারিক	৩,১৩,৬২২.৫৯	১৩-১০-২০২৫
২০	XXXXXXXXX ০৫৯৯	সাম্পা সেন	২০,১৫,৭০২.৭৫	১৩-১০-২০২৫
২১	XXXXXXXXX৭০৩৩	সৌমাভো হাজরা	৭,৫৯,১১৯.৭৬	১৩-১০-২০২৫
২২	XXXXXXXXX১৯৮	শমীক রায়	৮,৬৮,৭৪২.৯৩	১৩-১০-২০২৫
২৩	XXXXXXXXX৯৪৮৭	দীপর্ণব ঘোষ	৭,৫৪১.০৮	১৩-১০-২০২৫
২৪	XXXXXXXXX ০৬৬১	আনন্দ কুমার লাখোটিয়া	৩,৪৮,৯১৬.৮০	১৩-১০-২০২৫
২৫	XXXXXXXXX ৫৫২	অমিত শ্রীবাস্তব	১৯,৯৫,৪৭২.৯০	১৩-১০-২০২৫
২৬	XXXXXXXXX ০৭৮২	বাদশা মল্লিক	১,৬৮,৬৯২.০৩	১৩-১০-২০২৫
২৭	XXXXXXXXX ০৮৪৩	তন্ময় বোস	২৯,৮২৩.৬৮	১৩-১০-২০২৫
২৮	XXXXXXXXX ৪৭৩৪	রাজা জয়সওয়াল	৮,৯৯,৫৯৬.৯৯	১৩-১০-২০২৫
২৯	XXXXXXXXX৩৩৮০	বর্ষা দোষী	৭,৪৮,৮৪৭.৮৬	১৩-১০-২০২৫
৩০	XXXXXXXXX ৭০৩৬	তপতী পাত্র	১,০২৩.৬৬	১৩-১০-২০২৫
৩১	XXXXXXXXX ১৮২	সুনিতা বিনানী	১৩,২৯,৫৬৮.৮৮	১৩-১০-২০২৫
৩২	XXXXXXXXX ৬৩১২	কমলা পাঠক	১০,০৬,৫১৪.৪৫	১৩-১০-২০২৫
৩৩	XXXXXXXXX ৪৫৫৯	জন এ ইউ বেক	৫৬,৪৭,২৮৬.৬৮	১৩-১০-২০২৫
৩৪	XXXXXXXXX ৭৮০০	সমরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৫২,৭১৫.৫৪	১৩-১০-২০২৫
৩৫	XXXXXXXXX ৯১৭০	নিটেশ সরফ	৩৬,১৪,৬৬১.০০	১৩-১০-২০২৫
৩৬	XXXXXXXXX ৪৩১৩	জ্যোতি সুষমা দাদেল	২,৮৯,২৩৬.০৭	১৩-১০-২০২৫
৩৭	XXXXXXXXX ৬৫৩১	এমডি জসিমুদ্দীন	২,৬০,৫১৬.৮৫	১৩-১০-২০২৫
৩৮	XXXXXXXXX ৬২২১	শ্যামালি বোস	৪৯,০৪৮.৬৭	১৩-১০-২০২৫
৩৯	XXXXXXXXX ৭৩২১	বর্ষাগারওয়াল	৭,০৫,৪২৮.৬১	১৩-১০-২০২৫
৪০	XXXXXXXXX ১১১	রাহুল সিংহানিয়া	৪,৪০,৬৪৩.০০	১৩-১০-২০২৫
৪১	XXXXXXXXX ৮৯৮৪	সুপর্ণ বন্দোপাধ্যায়	২,১০৩.০০	১৩-১০-২০২৫
৪২	XXXXXXXXX ৬২৬২	অনুস্কা রায়	৬,৫২,২৫১.৬০	১৩-১০-২০২৫
৪৩	XXXXXXXXX ২৮০	সন্দীপ শ	৩,৪৬,৯১১.৫২	১৩-১০-২০২৫
৪৪	XXXXXXXXX ৩০৯২	সুমন দে	৯,৯৭,৯৭৬.৮৭	১৩-১০-২০২৫
৪৫	XXXXXXXXX ০৮৩৫	অঞ্জন কুমার ভট্টাচার্য	৩,৭৭,৭৯৬.৯৫	১৩-১০-২০২৫
৪৬	XXXXXXXXX ৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৮৪,৫৬০.৮২	১৩-১০-২০২৫
৪৭	XXXXXXXXX ৬২৬২	ফরহাত মাহজাবীন	২,৭৯,৯৯০.২৫	১৩-১০-২০২৫
৪৮	XXXXXXXXX ০২৩৬	সুগত রঞ্জন চাকী	২,৩০,১৪২.৫০	১৩-১০-২০২৫
৪৯	XXXXXXXXX ৮৩৮১	নিরুপমা হালদার	২৫,৯১,০০৫.৯০	১৩-১০-২০২৫
৫০	XXXXXXXXX ৩৬৮০	রিমা ভট্টাচার্য	৭,৩৯,৩০২.০১	১৩-১০-২০২৫
৫১	XXXXXXXXX ৭৬৫১	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	৯,৯৭,৯১৮.৯৬	১৩-১০-২০২৫
৫২	XXXXXXXXX ২১০৫	দেবব্রত কুন্ডু	৯,৯৯,৯৪৭.৩১	১৩-১০-২০২৫
৫৩	XXXXXXXXX ৬৮৮০	মাধুরী কর্নানি	২,৬৫০.০০	১৩-১০-২০২৫
৫৪	XXXXXXXXX ৭০৯০	সুশামা কার্নানি	২,২৩৪.০০	১৩-১০-২০২৫
৫৫	XXXXXXXXX ৬৬২০	অমিত অধিকারী	১১,৬১,০২৫.০৯	১৩-১০-২০২৫
৫৬	XXXXXXXXX ০৬১৮	প্রেম চাঁদ গুপ্ত	১৮,৮৮,১৯৮.৪০	১৩-১০-২০২৫
৫৭	XXXXXXXXX ৭৯৪	অমিত কুমার রাম	২,১৪,৫১৮.৬১	১৩-১০-২০২৫
৫৮	XXXXXXXXX ৬০৬৮	অনিমেষ দত্ত	২,১৮,৯৭৭.৩২	১৩-১০-২০২৫
৫৯	XXXXXXXXX ৮৭৯০	গৌতম মুখোপাধ্যায়	৯,০৭,৩৫১.১৪	১৩-১০-২০২৫

তারিখ ঃ ১৫.১০.২০২৫। স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ। এসডি-এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড

Tender Notice
Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 09/APAS/2025/Dev., Date: 13.10.2025 under APAS, vide Memo No: 3790(40)/Eng./Dev., Dated: 13.10.2025, Total No. of Scheme 16 (Sixteen) nos. Last date of Application : **24.10.2025 upto 5.00 pm.** 2. NIT No:- 10/SBM-G/25/Dev., Date: 14.10.2025 under APAS, vide Memo No: 3799(40)/Eng./Dev., Dated: 14.10.2025, Total No. of Scheme 03 (Three) nos. Last date of Application : **27.10.2025 upto 12.00 pm.** Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.
Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

আমমোক্তার নামা
(১) তুলসী চরণ সাঁতরা, পিতা- পঞ্চু চরণ সাঁতরা, (২) সন্ধ্যা সাঁতরা, স্বামী- তুলসী চরণ সাঁতরা, ঠিকানা- খুঁড়িগাছি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের থেকে বিগত ইং ০৬.০৭.২০১০ তারিখে ১১৪ নম্বর আমমোক্তার নামা পত্র চন্দননগর রেজিষ্ট্রী মূলে আমাদের (ক) রাম উগরে পন্ডিত, পিতা- শিউ মঙ্গল পন্ডিত, ঠিকানা- খুঁড়িগাছি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, (খ) শিউ লাল চৌধুরী, পিতা- নারায়ণ চৌধুরী, ঠিকানা- নর্থব্রুক জুট মিল লাইন নং ৩৮/১০০, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা-গৌরহাটী চাঁপদানী, জে.এল. নং. ২২১, হাল দাগ-৪৪১৭, পরিমান- ০.৩৮৭ একর এবং হাল-৪৪১৮ দাগে পরিমান-০.১২৮ একর উক্ত আমমোক্তারকৃত বিক্রিত জমি ক্রেতারা স্থানীয় সরকারী দপ্তরে মিউটেশানের আবেদন করিলে তাহাতে কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি
রাম উগরে পন্ডিত, শিউ লাল চৌধুরী
আমমোক্তার

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/164
Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of road at 8 (Eight) different places. Source of Fund: 15th FC

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

পাট-সুতো-কড়ির কাজেই মাসে ৫ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হয়

দিনদিন কদর বাড়ছে হ্যান্ডমেড জুয়েলারির। পাট, সুতো, কড়ি দিয়ে নানা নকশার আকর্ষণীয় সব গয়না তৈরি করা হচ্ছে। হার, কানের দুল থেকে শুরু করে হাতের বালা, পায়ের নুপূর - কী না বানাচ্ছেন মহিলারা! তার জেরে বাড়তি বরাতও পাচ্ছেন তাঁরা। বড়কুলগাছি, ছোটকুলগাছি গ্রামের দুই শতাধিক মহিলা পাট, সুতো ইত্যাদি দিয়ে গয়না তৈরি করেন। সেই সব গয়না এখন বিক্রি হচ্ছে অনলাইনেও। সংসার সামলে এসব গয়না বানিয়েই ঘরে পযসা
আসছে।

দুই গ্রাম - বড়কুলগাছি, ছোটকুলগাছি। এই সব গ্রামের মহিলারা স্বনির্ভর দল গড়েছেন। দলগতভাবেই তৈরি করেন হ্যান্ডমেড জুয়েলারি। হাতে তৈরি সেসব গয়না এখন পাড়িড় দিচ্ছে লখনউ, মুম্বই, রাজস্থান, কেরল, দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে। সংসার সামলে মহিলারা গয়না তৈরি করেন। তাতে তাঁদের নিয়মিত লক্ষ্মীলাভও ঘটছে। সোনার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সোনা এখন প্রায় ১ লক্ষ ২০ টাকা ভরি। মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের কাছে সোনার গয়না মহার্ঘ্য। তাই বিকল্প হিসাবে হ্যান্ডমেড ও অক্সিডাইস জুয়েলারির দিকে অনেকেই ঝুঁকছেন।

পাট, সুতো, কড়ি, গামছা, পোড়ামাটির মতো সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে দারুণ সব গয়না। তাতে জুড়ছে থিমও। দুর্গামূর্তি, ত্রিশূল, গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী - এরকম দেবদেবীর মুখাবয়বও গয়নার উপর ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে। বড়কুলগাছির মহিলারা জানান, তাঁদের গৃহকর্তারা কেউ মাঠে কাজ করেন। আবার কেউ ইটভাটার শ্রমিক। তাঁরা নিজেরা বাড়ির কাজ সামলে অবসর সময়ে গয়না তৈরি করছেন। প্রশিক্ষণও নিয়েছেন।

একজন বলেন, এখন মাসে পাঁচ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হচ্ছে। সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে। অন্যরা বলেন, অনলাইনে অর্ডার মিলছে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ মরশুমে মেলায় বিক্রি হয়। এমনকি অন্যান্য রাজ্যে মেলায় আমরা অনেকে নিজেরাই নিজেদের পসরা সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

দীপের আলোয় ভরে উঠবে চারপাশ

দীপাবলিতে কোন রঙের পোশাক পরবেন

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের প্রতিটির নেপথ্যে রয়েছে নানা গল্প-কাহিনি। তেমনই একেক উৎসব একেকটা আলাদা রং নিয়ে আসে মানুষের জীবনে। সামনেই আলোর উৎসব - দীপাবলি। দীপের আলোয় ভরে উঠবে চারপাশ। জানেন কি এই উসবেও রঙের পৃথক মাহাত্ম্য আছে? ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই বেশ কিছু রং আছে, যার ব্যবহার এই সময়ে আপনার সৌভাগ্য বিকশিত হবে। সেসব রঙেরই হদিশ রইল এই প্রতিবেদনে।

দীপাবলি মানেই রংমশাল, ফুলঝুরি, তুবড়ি। এসবও হাজার রঙের ছটা। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানোর পর নিশ্চয়ই বাড়ির সকলকে নিয়ে বাজি পোড়ানোর পরিকল্পনা আছে? আবার কারও কারও বাড়িতে ওইদিন দীপান্বিতা লক্ষ্মীপুজো হয়। সেও উসবের মধ্যে আরেক উসব। এই বিশেষ দিনের জন্য সাজগোজের পরিকল্পনা করেছেন কি? নাকি এখনও কী রঙের পোশাক পরবেন অথবা কোন কোন রঙে ভরিয়ে তুলবেন রঙ্গোলি, সেসব ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না? তাহলে জেনে নিন দীপাবলি স্পেশাল কিছু রঙের কথা। লাল, হলুদ, সোনালি, গোলাপি - এই চারটি রং আপনি অনায়াসে বেছে নিতে পারেন। আর সাদা রঙের কথা তো আলাদা করে বলার কিছু নেই। যে কোনও সময় যে কোনও জায়গায় সাদা রঙের পোশাক আপনাকে অনন্য করে তুলবে সকলের মাঝে।

তবে দীপাবলির রং হিসেবে সবচেয়ে এগিয়ে সোনালি। বলা হচ্ছে, এটি সম্পদের প্রতীক। হিঃদু ঐতিহ্যের সঙ্গে এই রঙের সম্পর্ক অতি নিবিড়। সোনালি রঙের পোশাক কিংবা সোনার গয়না অথবা ঘর সাজাতে সোনালি আলো, রঙ্গোলির ব্যবহার দীপাবলির দিনটিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। যদি এই রঙের কিছু আপনার হাতের কাছে না থাকে, তাহলে সোনালি কোনও সামগ্রী কিনে ফেলুন দীপাবলির আগে।

দীপাবলি বা কালীপুজোয় হয় শক্তির আরাধনা। লাল রং তার প্রতীক। লাল আবার প্রেমেরও প্রতীক। এই আলোর উসব তো প্রেমে আবদ্ধ হওয়ার আদর্শ সময়। তাই মনের মানুষকে কাছে টানতে পরুন লাল রঙের পোশাক। আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে আপনাকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে যাবেন না কেউ।

গোলাপি বা ম্যাজেন্টা রং পুরোপুরি প্রেমের প্রতীক। আলোকময় পরিবেশে যে কোনও শেডের গোলাপি আপনাকে করে তুলবে আকর্ষণীয়। বিশেষত যদি আপনি দীপাবলিতে শাড়ি পরেন, তবে অবশ্যই গোলাপি রং বেছে নিন। শুধু মাথায় রাখবেন, শাড়ি আর ব্লাউজে রঙের মেলবন্ধনটা যেন সু ঃদর হয়।

হলুদ রং হল আশা আর জ্ঞানের প্রতীক। দীপাবলির আলো আশারও দীপ। হলুদ রং তাই চাহিদার শীর্ষে। এই বিশেষ দিনে হলুদ রঙের পোশাক কিংবা আলোর ব্যবহার অবশ্যই আপনার আশাও আরও উজ্জ্বল করে তুলবে।

হলুদের হাত ধরেই আসে সবুজ। এই রং শস্য-শ্যামল পরিবেশের প্রতীক। সেইসঙ্গে এই রং সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যের বার্তা বহন করে। দীপাবলির দিন সবুজ রঙের পোশাক আপনার সম্পদ বৃদ্ধি করবে। পারিবারিক বন্ধন, বন্ধুত্ব আরও মজবুত করবে। সুতরাং, খুব বেশি ভাবনাচিন্তা না করে এর মধ্যে থেকেই যে কোনও একটি রং বেছে নিন। আলোর উসব হয়ে উঠুক আনন্দময়।

মুখের ত্বকের পাশাপাশি সমানভাবে ঠোঁটের ত্বকের যত্ন নেওয়াও বিশেষভাবে প্রয়োজন

মুখের ত্বকের পাশাপাশি সমানভাবে ঠোঁটের ত্বকের যত্ন নেওয়াও বিশেষভাবে প্রয়োজন। আপনি যত ধরনের লিপ বামই ব্যবহার করুন না কেন ঠোঁটের স্বাস্থ্য বদল না হলে

আপনাকে নিতে হবে বিশেষ যত্ন। জেনে নিন কোন কোন উপায় অবলম্বনে আর্দ্র রাখবেন আপনার ঠোঁট?মুখের ত্বকের মতোই ঠোঁটের ত্বকেও এক্সফোলিয়েশন প্রয়োজন। স্ক্রাবার ব্যবহার করে ঠোঁটের মৃত চামড়া সরিয়ে ফেলে ঠোঁটের ত্বককে সুস্থ রাখুন। এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন সুগার স্ক্রাব। একটি নরম টুথব্রাশ ও একটি নরম কাপড় নিয়ে ঠোঁটে আলতো করে কিছুক্ষণ ঘষে নিন। এরপর পরিস্কার করে নিয়ে ঠোঁটে লিপবাম লাগিয়ে নিন। এটি আপনার ঠোঁটকে আর্দ্র রাখবে।

ঠোঁটের সৌন্দর্য বজায় রাখতে হাইড্রেশন অত্যন্ত প্রয়জনীয় বিষয়। শরীরে জলের অভাব থাকলে লিপবাম বা লিপ অয়েল যতই ব্যবহার করুন না কেন শরীরে হাইড্রেশনের অভাব হলে ঠোঁট এমনিই রুক্ষ ও শুস্ক হয়ে পাবে। তাই নিজেকে হাইড্রেট রাখতে চেষ্টা কর। প্রচুর জল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। একইসঙ্গে লেবু, শশা ও যে কোনও বেরি মিশিয়ে একটি ডিটক্স জল তৈরি করে অল্প অল্প করে সারাদিন খান। প্রতিদিনের খাদ্যতালিয়া ফলও রাখতে পারেন। চেষ্টা করুন এসপিএফ যুক্ত লিপবাম ব্যবহার করতে। অতিবেগুনি রশ্মি ঠোঁটকে অত্যন্ত শুস্ক করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, এর ফলে ঠোঁট কালো হয়ে যাওয়া, রোদে পুড়ে যাওয়ার মতো নানা সমস্যা দেখা যায়। তাই এস্পিএফযুক্ত লিপবাম ব্যবহার করুন। এসপিএফ-১৫'র বা তার বেশি এসপিএফযুক্ত লিপ বাম ব্যবহার করুন। দিনশেষে, রাতের বেলাতে মুখের ত্বকে নানা যত্নের পাশাপাশি ঠোঁটের যত্ন বিশেষভাবে নেওয়া প্রয়োজন। চেষ্টা করুন ফাটা ও শুস্ক ঠোঁটের সমস্যা রুখতে হাইড্রেটিং বাম ব্যবহারের চেষ্টা করুন। এছাড়াও ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ জোজোবা অয়েল এবং বাদাম তেল ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন রাতের বেলায় ত্বকের পরিচর্যা বিশেষভাবে ত্বককে ভিতর থেকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তবে হ্যাঁ মাথায় রাখবেন, অতিরিক্ত পরিমাণে লিপবাম ব্যবহারও কিন্তু ঠোঁটের জন্য একেবারেই ভাল নয়। এতে ঠোঁট ভারী লাগবে। চেষ্টা করুন ঠোঁট হাইড্রেটেড রাখবে এমন পাতলা লিপবাম ব্যবহার করার। এতে আপনার ঠোঁট হাইড্রেটেড থাকবে। নিখুঁত আই ব্রো থেকে শুরু করে মুখের অবাঞ্ছিত লোম তুলে ফেলা এসবকিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন মহিলারা। কিন্তু আই-ব্রো করার পর বা মুখে থ্রেডিং করার পর বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে আপনাকে। এ।য়ে চলতে হবে বেশ কিছু ভুলত্রুটি।

তাইওয়ানে আতঙ্ক জাগিয়ে আকাশে চিনা বিমানবহর

১৪ অশান্তির কালো মেঘ পূর্ব এশিয়ায়। ড্রাগনের আগ্রাসনে কোণঠাসা তাইওয়ান। এবার ১৩টি যুদ্ধবিমান ও ৬টি চিনা রণতরীকে দেখা গেল তাইওয়ান অঞ্চলে। সোমবার এমনটাই দাবি করেছে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রক। যেখানে বলা হয়েছে, চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মির ৮টি বিমান তাইওয়ান প্রণালীর মধ্যরেখা অতিক্রম করে তাইওয়ানের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব বিমান প্রতিরক্ষা অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছে। এই ঘটনা সামনে আসতেই উদ্বেগ বেড়েছে।তাইওয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, তাইওয়ানের আশেপাশের অঞ্চলে ১৩টি চিনা যুদ্ধবিমান ও ৬টি রণতরী দেখা গিয়েছে। এরমধ্যে ৮টি বিমান তাইওয়ানের এডিআইজেড অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছে। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছে এবং যথাযথ পদক্ষেপ করছে। জানা যাচ্ছে, গত রবিবার ১৬টি যুদ্ধবিমান ও ৮টি রণতরীকে তাইওয়ান অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল যার মধ্যে ১৩টি প্রবেশ করেছিল এই ADIZ অঞ্চলে। এই নিয়ে মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে দু'বার তাইওয়ানে ঢুকল ড্রাগন ফৌজ।উল্লেখ্য, বরাবরই তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ হিসেবে দাবি করে এসেছে চিন। বেজিংয়ে ক্ষমতার রাশ শি জিনপিংয়ের হাতে আসার পর থেকেই আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে কমিউনিস্ট দেশটি। একাধিকবার জোর করে তাইওয়ান দখলের কথাও বলেছেন প্রেসিডেন্ট শি। তারপর থেকেই আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছে দেশটি। লালফৌজের হামলা ঠেকাতে সামরিক বাহিনীকে অত্যাধুনিক হাতিয়ারে সাজিয়ে তুলছে তাইওয়ান। দ্বীপরাষ্ট্র হওয়ার সুবাদে সমুদ্রেই চিনকে রুখে দিতে সেখানে তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক সাবমেরিন বাহিনী।তবে আগ্রাসী চিনও দমবার পাত্র নয়, লাগাতার তাইওয়ানে অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠেছে লালফৌজের বিরুদ্ধে। নতুন করে এই অনুপ্রবেশের ঘটনায় কূটনৈতিক মহলের দাবি, আসলে চিন চাইছে তাইওয়ানকে চাপে রাখতে। যার জেরে প্রায়শই তাইওয়ান সীমান্তে উঁকি দিতে দেখা যায় চিনের রণতরীকে। তবে এবার তাইওয়ান অঞ্চলে এতগুলি চিনা রণতরী ও যুদ্ধবিমানের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

ত্রিপুরায় আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের লক্ষ্যে কাজ করবে তিপ্রা মথা ঃ প্রদ্যোত

আগরতলা, ১৪ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ত্রিপুরায় ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর আদিবাসী সম্প্রদায়ের একজন মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের লক্ষ্যে কাজ করার ঘোষণা দিল জনজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল তিপ্রা মথা। সোমবার আগরতলার রবীন্দ্র শতবর্ষী ভবনে এক যোগদান অনুষ্ঠানে দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ এই ঘোষণা দেন। প্রদ্যোত বলেন, এখন সময় এসেছে একজন আদিবাসী নেতার রাজ্যকে নেতৃত্ব দেওয়ার। আমরা সবসময় দিল্লির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না। যদি আমাদের নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী থাকে, তবে রাজ্যের স্বার্থে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমরা নিজেরাই নিতে পারব। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, রাজনৈতিক ইচ্ছা থাকলে ককবরকের রোমান লিপি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান রাজ্য বিধানসভার প্রস্তাবের মাধ্যমেই করা যেত। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের পর থেকে ত্রিপুরায় কোনও আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী হননি। সিপিআই(এম)-এর বর্ষীয়ান নেতা দশরথ দেব ছিলেন রাজ্যের প্রথম ও একমাত্র আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী (তাঁর কর্মমেয়াদ ছিল ১৯৯৩-১৯৯৮)।

বিজেপির বিরুদ্ধে পরোক্ষ আক্রমণ চালিয়ে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ অভিযোগ করেন, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের দাবিগুলি পূরণে বিলম্ব করছে। আমাদের ধৈর্য পরীক্ষা করে আমাদের মন্ত্রিরা পদত্যাগ করলে তারা আমাদের দোষারোপ করতে পারবে-এই আশায় তারা বসে আছে। কিন্তু এর জবাব দেওয়ার একমাত্র উপায় হল নির্বাচন। তিনি আরও জানান, তিপ্রা মথা আসন্ন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচনে সমস্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং কোনও জাতীয় দলের সাথে জোটে যাবে না। তবে, আইপিএফটি যদি আলোচনায় আগ্রহী হয়, তাহলে সম্ভাব্য জোটের পথ খোলা থাকবে। টিটিএএডিসি কর্তৃক পাস হওয়া বিলগুলিতে রাজ্যপালের সম্মতি প্রদানে বিলম্বের সমালোচনা করে প্রদ্যোত বলেন, এখন পর্যন্ত প্রেরিত ৩৮টি বিলের মধ্যে মাত্র একটি বিল-জামাতিয়া প্রথাগত আইনের কোডিফিকেশন-অনুমোদন পেয়েছে। এ বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশনার আবেদন করেছি। এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক হাজারেরও বেশি কর্মী তিপ্রা মথায় যোগ দেন। অনুষ্ঠানে দলের শীর্ষ নেতা বি.কে. রাঙখল, অনিমেষ দেববর্মা, বৃষকেতু দেববর্মা ও পূর্ণ চন্দ্র জামাতিয়া উপস্থিত ছিলেন।

পালালেন প্রেসিডেন্ট ! বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব আফ্রিকার মাদাগাস্কার

১৪ অক্টোবর মোবাইলে মুখ গুঁজে থাকা ' জেন জি যে দেশের রাজনৈতিক পালাবদল করতে পারে তা এতদিন ভাবতে পারেনি কেউই। তবে সেই ধারনা বদলে দিয়েছিল নেপাল। বলা ভাল পথ দেখিয়েছিল বিশ্বকে। ' ছো এবার সেই জেন জি বিক্ষোভের পুড়ছে পূর্ব আফ্রিকার মাদাগাস্কারে। জেন জি বিক্ষোভের জেরে দেশ ছেড়ে পালালেন দ্বীপরাষ্ট্র মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রে রাজোয়েলিনা।

রয়টর্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মাদাগাস্কারের বিরোধী নেতা সিতেনি র‍্যান্ড্রিয়ানা সোলোনিয়াইকো জানিয়েছেন, সোমবার গোপনে দেশ ছো চলে গিয়েছেন প্রেসিডেঃট অ্যান্ড্রে। আমরা প্রেসিডেন্টের দপ্তরের কর্মীদের থেকে নিশ্চিতভাবে জেনেছি তিনি দেশ ছোছেন। এদিকে ফরাসি সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, মাদাগাস্কারের সঙ্গে ফ্রান্সের সমঝোতার ভিত্তিতে ফরাসি সামরিক বিমানে করে অ্যান্ড্রেকে তাঁর দেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ্য, জেন জিকে সন্তুষ্ট করতে দিন দশেক আগে মাদাগাস্কারের প্রধানমন্ত্রী-সহ গোটা মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেছিলেন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রে। যদিও তাতে বিশেষ কাজ না হওয়ায় এবার দেশ ছা।লেন তিনিও।কিন্তু কেন এই বিক্ষোভ মাদাগাস্কারে? জানা যাচ্ছে, দ্বীপরাষ্ট্রে অশান্তির সূত্রপাত গত ২৫ সেপ্টেম্বর। বিদ্যু ও পানীয় জলের সংকটের জেরে প্রতিবাদে নেমেছিলেন মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্তানানারিভোর বাসিন্দাদের একাংশ। সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আগে থেকেই ছিল দেশটিতে। এবার এই ক্ষোভ অল্প সময়ের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে। আঃেদালনের সামনের সারিতে উঠে আসে জেন জি। অ্যান্ড্রের পাশাপাশি দেশবাসী ক্ষুব্ধ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান এনসে এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ ধনকুবের মায়মি রাভাতোমাঙ্গার বিরুদ্ধে।এই অবস্থায় পরিস্থিতি সামাল দিতে ১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী-সহ গোটা মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন অ্যান্ড্রে। তাতে অবশ্য বিশেষ কাজ হয়নি। বরং জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে অ্যান্ড্রের বিরোধিতা করে দেশটির সেনাবাহিনীও। এবার নেপালের পথ ধরে রাজনৈতিক পালাবদলের দিকে এগোল একদা ফরাসি উপনিবেশ।

মুনির-খাজার ভিসা আবেদন খারিজ করল তালিবান সরকার

১৪ অক্টোবর ঃ হামলা এবং পালটা হামলায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান। তবে আপাতত আফগানিস্তানের তরফে সংঘর্ষ থামানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ। এই পরিস্থিতিতে ইসলামাবাদের উপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করল কাবুল। সূত্রের খবর, পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ভিসা আবেদন খারিজ করেছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। একইসঙ্গে পাক সরকারের আরও দুই উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরও ভিসা আবেদন খারিজ করা হয়েছে বলে খবর। জানা যাচ্ছে, আফগানিস্তানে আসতে চেয়ে গত তিন দিনে একাধিকবার তাঁরা ভিসার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বারবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কাবুল।

শনিবার রাতে পাকিস্তান সীমান্তে প্রত্যাঘাত করে তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগান সেনা। ঘটনায় প্রাথমিকভাবে ১৫ জন পাক জওয়ানের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও তালিবান দাবি করছে সেই সংখ্যাটা আসলে ৫৮। শুধু তাই নয়, ডুরান্ড লাইন বরাবর কুনার এবং হেলমান্দ প্রদেশ-সহ বেশ কিছু জায়গায় থাকা পাক সেনার আউটপোস্টও দখল করে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করে আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। আফগান সেনা একটি বিবৃতিতে জানায়, শুক্রবার কাবুলে পাক সেনা যে বিমান হামলা চালিয়েছিল, তার প্রতিশোধ নিতেই পালটা পাকিস্তানের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান দাবি করেছে, তাঁদের পালটা জবাবে অন্তত ২০০জন তালিবান সেনা নিহত হয়েছেন। তবে শনিবারের পর নতুন করে আর সংঘাতে জড়ায়নি দুই দেশ। আফগানিস্তানের তরফে সংঘর্ষবিরতির কথা বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইসলামাবাদের উপর এবার কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করল কাবুল।

উল্লেখ্য, শনিবার আফগানিস্তানের হামলায় পাক সেনার 'বিপর্যয়ে'র পরেই মুখ খুলেছে ইসলামাবাদের 'বন্ধু' সৌদি আরব। তারা দুই দেশকেই সংঘাতে না গিয়ে সংযম দেখানোর বার্তা দিয়েছে। জানিয়েছে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা জরুরি। সদ্য স্বাক্ষরিত প্রতিরক্ষা চুক্তি অনুযায়ী, পাকিস্তানের উপর হামলা হলে তার পালটা দেবে সৌদিও। তাদের বার্তা শুনে আপাতত পাকিস্তানে আক্রমণ স্থগিত রয়েছে বলে জানিয়েছে তালিবান। তবে আফগানিস্তানে হামলার কথা স্বীকার করেনি পাকিস্তান। তিনিও।

'মোদী আমার বন্ধু', ট্রাম্প!

১৪ শুল্কযুদ্ধের ধাক্কা কাটিয়ে খানিকটা স্বাভাবিক হচ্ছে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। তাই গাজার শান্তি সম্মেলন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদিকে ভালো বন্ধু বলে সম্ভাষণ করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর এই মন্তব্যে মুচকি হাসলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। গাজা যুদ্ধ শেষের দিনে ট্রাম্পের ঘোষণা, ভারত এবং পাকিস্তান খুব ভালোভাবেই পাশাপাশি থাকবে।

সোমবার গাজার শান্তি সম্মেলনে মোদি-শাহবাজ দু'জনেই আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নিজে এই সম্মেলনে যাননি। তবে মার্কিন প্রেসিডেঃেটর মুখে উঠে এল মোদির নাম। শান্তি সম্মেলনের মঞ্চে ভাষণ দিতে উঠে ট্রাম্প বললেন, ভারত মহান দেশ। ভারতের নেতৃত্বে যিনি রয়েছেন, তিনি আমার খুব ভালো বন্ধু। নেতা হিসাবে তিনি দারুণ কাজ করছেন। আমার মনে হয় ভারত আর পাকিস্তান এবার থেকে খুব ভালোভাবেই পাশাপাশি থাকবে। ট্রাম্প যখন একথা বলছেন, তখন তাঁর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে শাহবাজ। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কথা শুনে তাঁর মুখে মুচকি হাসি। সেই দেখে শাহবাজের উদ্দেশে ট্রাম্পের প্রশ্ন, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আপনি সাহায্য করবেন তো? জবাবে স্রেফ হাসিমুখে মাথা নাড়েন শাহবাজ। পরে পাক প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে উঠে বলেন, ট্রাম্প না থাকলে ভারত-পাক যুদ্ধ কোন পর্যায়ে যেত তা কল্পনা করা যায় না। হয়তো যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য কেউই বেঁচে থাকতেন না।

Name Change

I, Ela Pal (old name) wife of Sreejan Kanti Paul, residing at Vill: Chakpara, P.S - Liluah, Howrah – 711203, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ela Paul (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 07/10/2025. Ela Pal and Ela Paul both are same and one identical person.

Name Change

I AMIRUN BIBI SEKH MY SON BANARUDDIN SK HIS BIRTH CERTIFICATE MY NAME HASBEEN RECOARDED AS AJIRUN BIBI. AFFIDEVIT BY JUDICIAL MEGISTRATE KRISHNAGAR COURT NO 14/7/25 I AMIRUN BIBI SEKH AND AJIRUN BIBI IS SAME PERSON R/O VILL JOMPUKUR SCHOOL PARA P. O DEBO GRAM P. S KALI GANJ DIST NADIA MY ACTUAL NAME AMERUN BIB SEKH.

Name Change

I, Riajuddin Kaji (old name) son of Late Mahiuddin Kaji, residing at Gopalpur House, P.O –Rajarhat Gopalpur, P.S – Narayanpur, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700136, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Riyajuddin Kaji (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No. 14840 dated 17/09/2025. Riajuddin Kaji and Riyajuddin Kaji both are same and one identical person.

Name Change

I KHOSMALI SHIKH MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY VOTER CARD AS KHOSMALI SEKH AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 26/9/25 I KHOSMALI SHAIKH AND KHOSMALI SEKH IS SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS KHOS MALI SHAIKH R/O VILL BET BERIA PS CHAPRA DIST NADIA WB

Name Change

I, Gofur Sk (Old Name) S/O– Mansur Ali resident of Vill- Purba Chandpur , Po-Jalalpur , Ps-Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin- 732206 do hereby declared that I have changed my name from Gofur Sk to Md Gafur Sk and henceforth I shall be known as Md Gafur Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Md Gafur Sk & Gofur Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Aminul Huqe (Old Name) resident of Inatpur Sadikhansdear Jalangi Dist-Murshidabad , West Bengal, do hereby declared that I have changed my name from Aminul Huqe to Aminul Haque Mondal and henceforth I shall be known as Aminul Haque Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/10/2025. My name Aminul Haque Mondal & Aminul Huqe both are same and one identical person.

Name Change

I, Azahar Ali Sha (Old Name) S/O– Mahur Sha resident of Vill- Nazirpur , Po & Ps-Islampur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Azahar Ali Sha to Azahar Sha and henceforth I shall be known as Azahar Sha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/10/2025. My name Azahar Sha & Azahar Ali Sha both are same and one identical person.

Name Change

I, Jinnat Mondal (Old Name) S/O– Khodabox Mondal resident of Vill- Zaudiya , Po-Joykrishnapur , Ps-Jalangi, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Jinnat Mondal to Jindar Mondal and henceforth I shall be known as Jindar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/10/2025. My name Jindar Mondal & Jinnat Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Modina Bibi (Old Name) W/O– Aminul Haque Mondal resident of Inatpur Sadikhansdear Jalangi Dist-Murshidabad , West Bengal, do hereby declared that I have changed my name from Modina Bibi to Madina Mondal and henceforth I shall be known as Madina Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/10/2025. My name Madina Mondal & Modina Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Mahmudul Hoque, my daughter's (Old Name) Mosammat Farhana Sultana resident of Badarpur Boliadanga , Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my daughter's name from Mosammat Farhana Sultana to Farhana Sultana and henceforth my daughter's name shall be known as Farhana Sultana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 14/10/2025. My my daughter's Farhana Sultana & Mosammat Farhana Sultana both are same and one identical person.

Name Change

I, Arun Kumar Das , my father's (Old Name) Sadhan Kr Das resident of Vill- 101 Dayanagar Road , Po-Cossimbazar Raj , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742102 do hereby declared that I have changed my father's name from Sadhan Kr Das to Sadhan Das and henceforth my father's name shall be known as Sadhan Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 17/01/2025. My father's name Sadhan Das & Sadhan Kr Das both are same and one identical person.

Name Change

I, Siddik Sheikh & Siddik Shaikh (Old Name) S/O– Zari Sk resident of Vill- Pratapnagar , Po-Topla , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Siddik Sheikh & Siddik Shaikh to Siddique Sk and henceforth I shall be known as Siddique Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Siddique Sk (new name) & (old name) Siddik Sheikh & Siddik Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Abbash Ali Biswas (Old Name) S/O– Ajbar Ali Biswas residing at Vill- Bablabona, Po-P T Rasulpur, PS-Domkal , Murshidabad, West Bengal 742303 do hereby declared that I have changed my name from Abbash Ali Biswas to Abbas Ali Biswas and henceforth I shall be known as Abbas Ali Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Abbas Ali Biswas & Abbash Ali Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, DINESH KUMAR NASKAR (Old Name) S/O BASANTA NASKAR Residing at Vill-Pirkhali, P.O-Andharmanik, P.S-Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin - 743503 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as DINESH NASKAR (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no 64414, dated 13-10-2025. DINES

২৬ অক্টোবর থেকে বাগডোগরা থেকে শুরু হচ্ছে ইম্ফল ও আগরতলার সরাসরি বিমান পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর ঃ নতুন অধ্যায়। আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে শুরু হচ্ছে ইম্ফল ও আগরতলার উদ্দেশ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা। উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের সুবিধা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে সংযোগ আরও জোরদার করতে এই উদ্যোগ নিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস। দীর্ঘদিন ধরেই এমন পরিষেবার দাবি উঠেছিল যাত্রীদের মধ্যে, অবশেষে সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন চলবে এই উড়ান।

ইম্ফল থেকে ২.১০ মিনিটে ছেড়ে বিমান পৌঁছাবে বাগডোগরায় দুপুর ৩.৫০ মিনিটে। আবার বাগডোগরা থেকে সকাল ১১.৫৫ মিনিটে ছেড়ে দুপুর ১.৩৫ মিনিটে পৌঁছাবে ইম্ফলে। আগরতলা রুটেও একইভাবে প্রতিদিন উড়ান চলবে- আগরতলা থেকে সন্ধ্যে ৬.১০ মিনিটে উড়ে বাগডোগরায় পৌঁছাবে ৭.২০ মিনিটে, আর বাগডোগরা থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিটে উড়ে পৌঁছাবে বিকেল ৫.৪০ মিনিটে। এই নতুন সংযোগের ফলে একদিকে যেমন উত্তরবঙ্গের পর্যটন খাতে গতি আসবে, তেমনই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বাড়বে সম্ভাবনা। শিলিগুড়ি, সিকিম, দার্জিলিংয়ের মতো এলাকায় বসবাসকারী যাত্রীদের জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে যাতায়াত অনেক সহজ হবে। বিশেষত উৎসবের মরশুমে এই পরিষেবা বাড়তি স্বস্তি দেবে ভ্রমণপিপাসু মানুষদের। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাগডোগরা বিমানবন্দর উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এখান থেকে কলকাতা, দিল্লি, গৌহাটি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই-সহ একাধিক শহরে সরাসরি বিমান চলাচল করছে। নতুন এই দুই রুট যুক্ত হওয়ায় উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলেই আশা কর্তৃপক্ষের। অনেকেই বলছেন, এতদিন সড়ক পথে দীর্ঘ সময় লেগে যেত, এবার বাগডোগরা থেকেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে মণিপুর বা ত্রিপুরায়। নতুন এই রুট শুধু আকাশপথের প্রসারই নয়, বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বন্ধুত্ব ও সম্ভাবনার সেতুবন্ধন হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

নেওরা নদীর ভাঙন এলাকায় মেরামতির কাজ শুরু করল সেচ দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর ঃ আবার বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত জলপাইগুড়ির পর্যটনকেন্দ্র ও গ্রামগুলো। এবার তা রক্ষার্থে তৎপর হল প্রসাশন। নেওরা নদীর ভাঙন রুখতে পাথর ও তারজালির বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করল সেচ দফতর। বৃষ্টি না হওয়ায় অনেকটাই জল কমেছে নেওরা নদীর। তবে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। আতঙ্ক কাটেনি নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষদের। নদী ভাঙন রোধে কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ। জলপাইগুড়ির নেওরা নদীর ভাঙন এলাকায় মেরামতির কাজ শুরু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত শনিবার প্রবল বৃষ্টির জেরে নেওরা নদীতে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। মাটিয়ালি ব্লকের বিধান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওরা মাঝিয়ালী বাটায় গোল বস্তি এলাকায় নেওরা নদীর ভাঙন ভয়াবহ আকার নেয়। ভাঙনের কবলে একটি বেসরকারি রিসোর্টের সীমানা প্রাচীরের একাংশ তলিয়ে গেছে। ক্রমশ ভাঙন ধেয়ে আসে জনবসতি এলাকার দিকে। পরের দিন রবিবার ওই এলাকা পরিদর্শন করেন প্রশাসনিক আধিকারিক-সহ জনপ্রতিনিধিরা। তবে বর্তমানে নদীর জল কমলেও ভাঙন চলছে। এখনও আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন নদী সংলগ্ন এলাকার বসতিরা। অবশেষে ভাঙন রোধে সেচ দফতরের তরফে কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী। পাথর ও তরজালির বাঁধ দিয়ে আপাতত ওই এলাকায় ভাঙন রোধে কাজ করা হচ্ছে।

প্রশাসনের উদ্যোগে মালদায় বাজি বাজার

সুদীপ্ত লাহিড়ী, মালদা, ১৪ অক্টোবর ঃ আলোর উৎসব দীপাবলিতে শুধু প্রদীপ বা আলোকসজ্জা নয় বাজিরও চাহিদা থাকে তুঙ্গে। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে দিন দিন বদলাচ্ছে মানুষের চাহিদা। আর সেই চাহিদাকে মাথায় রেখে তৈরি হচ্ছে নিত্য নতুন আধুনিক সামগ্রী। বাদ পড়েনি উৎসব আনন্দের সামগ্রীও। তাই এবারে মানুষের চাহিদা মতো কালীপুজোর আগে নিত্য নতুন আতশবাজির যোগান দিতে মালদা জেলা প্রশাসন ও মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে বসানো হল মেলার মতো করে বাজি বাজার। মালদার ফার্ম এলাকার বিশাল মাঠে প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি স্টল করে পাইকারি ও খুচরো মূল্যের দোকান বসানো হয়েছে। ড্রোন, হেলিকপ্টার, বাটারফ্লাই, আমরেলা, ডান্সিং পিকক ইত্যাদি হাজারো রকমের বাজির সমাহার রয়েছে এই বাজি বাজারে। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানান, ‘ নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে মালদা শহরের ফার্ম ময়দানে অস্থায়ী বাজি বাজার করা হয়েছে। ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে বাজি বাজারের। চলবে আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত। এবছর ৫২ জন ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেছেন বাজি বাজারে। লটারির মাধ্যমে তাদের স্টল বন্টন করা হয়েছে’। বাজি বাজারের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের তরফে। পাশাপাশি ২৪ ঘণ্টা বাজি বাজারে নজরদারি চালাবেন দমকল কর্মীরা এবং বাজি বাজার চলা অবধি একটি দমকলের ইঞ্জিন মোতায়েন থাকবে জরুরিকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য।

মেদিনীপুরের রাজনীতিতে নক্ষত্রপতন

সুমন পাত্র, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ অক্টোবর ঃ চলে গেলেন সিপিএমের প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অধ্যাপক দীপক সরকার। বাম দলে শোকের ছায়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিতর্ক কখনও দীপকবাবুর পিছু ছাড়েনি। তাঁর আমলে চমকাইতলা, কেশপুর, গড়বেতায় রাজনৈতিক বিরোধীদের উপরে অত্যাচার

চালানোর অভিযোগ উঠেছে সিপিএমের বিরুদ্ধে। আবার নেতাই- লালগড়ে মাওবাদী মোকাবিলায় দলের কৌশল নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। জঙ্গলমহলের পরিস্থিতি মোকাবিলায় দীপকবাবুর সশস্ত্র প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত দলের অন্দরেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল বারবার। বিশেষ করে বাম আমলের শেষের দিকে নেতাইয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধের নামে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি দলকে আরও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও দীপকবাবুদের সশস্ত্র প্রতিরোধের কৌশল সমর্থন করেননি। পক্ষান্তরে, তপন ঘোষ, শুকুর আলি, অনুজ পাণ্ডে, ডালিম পাণ্ডের মতো বিতর্কিত সিপিএম নেতারা দীপকবাবুর ‘মদতেই’ বেড়ে উঠেছেন বলে লাগাতার প্রচার শুরু করছিলেন বিরোধীরা। তারপর ২০১৫ সালে তিন দফার বেশি দলের জেলা সম্পাদক পদে থাকা যাবে না সিপিএমের এই নীতি মেনে তাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন তার দল। এসেছিলেন তরুণ রায়। এবার এমনই এক প্রভাবশালী দোর্দন্ড প্রতাপ নেতা ইহলোকের মায়া ত্যাগ করলেন।

এগরা মহকুমা হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, এগরা, ১৪ অক্টোবর ঃ এগরা মহকুমা হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় শোরগোল পড়ল। অভিযোগ, হাসপাতালে কর্তব্যরত এক হোমগার্ড-সহ হাসপাতালে কর্মরত এক বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তাকর্মীকে বেধড়ক মারধর করে রোগীর পরিজনেরা। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রসঙ্গত, এগরার আলংগিরির এক দু’বছরের শিশু শ্বাসকষ্ট নিয়ে পাঁচ দিন আগে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। মঙ্গলবার ভোরে সেই শিশুর মৃত্যু হয়। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালের সামনে সরব হয়েছিলেন রোগীর পরিজনেরা। অভিযোগ, সেই সময়ে কর্তব্যরত হোমগার্ড ও বেসরকারি সংস্থার এক নিরাপত্তাকর্মী তাদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করে। ক্ষিপ্ত হয়ে রোগীর পরিজনেরা হোমগার্ড-সহ নিরাপত্তাকর্মীকে বেধড়ক মারধর করে। ছিঁড়ে দেওয়ার হয়েছে হোমগার্ডের পোশাক।

দাঁতালদের হানায় নষ্ট হচ্ছে ফসল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৪ অক্টোবর ঃ মাঠে পাকছে ধান। তার টানেই দলমার দাঁতাল দল বেঁধে পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমানা পেরিয়ে চলে এসেছে বাঁকুড়ায়। তবে শুধু বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগে নয়, দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলেও হাতির দল আস্তানা গেড়েছে। আর হাতির দলের উপস্থিতিতে ঘুম ছুটেছে জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দা ও চাষিদের। হাতিদের তাড়ানোর দাবি তুলে সরব হচ্ছেন জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দারা। আর হাতি তাড়াতে গিয়ে বাসিন্দাদের রোষের মুখে পড়ছেন বনকর্মীরা। সম্প্রতি সোনামুখী ও পাত্রসায়ের রেঞ্জের জঙ্গলে থাকা হাতিদের তাড়ানোর অভিযানে গিয়ে মার খেয়েছেন বনকর্মীরা। এর ফলে আতঙ্কে এবার বনকর্মীরাও। বনদপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর দলমার একটা দল পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমানা পেরিয়ে বিষ্ণুপুর পাঞ্চেৎ বনবিভাগের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। এরপর সেখানে কিছুদিন কাটানোর পরেই তাঁরা বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। হাতির এক একটা দলে কখনও ৩০-৩৫ টি হাতি থাকে। আবার কোথাও ৪০-৫০ টি হাতি। কোথাও আবার ৬০-৮০টি হাতির দল ঢুকে পড়ে। বিষ্ণুপুর, জয়পুর থেকে রাধানগর, পাত্রসায়ের হয়ে সোনামুখীর জঙ্গলে তারা আস্তানা গাড়ে। আর এই যাতায়াতের পথে কার্যত জঙ্গল লাগোয়া জমির ধান খেয়ে, মাড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে যায় হাতিরা। এর পাশাপাশি জঙ্গল ছেড়ে লাগোয়া গ্রামগুলিতেও রাতের অন্ধকারে হানা দেয় তারা। জমির ফসল নষ্টের পাশাপাশি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে বারবার। তাই জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামবাসীদের ও বনকর্মীদের রাতের ঘুম উড়ছে। তাই হাতির দলকে জঙ্গলে তাড়ানোর জন্য প্রায়দিনই হুলাপার্টিকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালান বনকর্মীরা। সোনামুখীর রেঞ্জ আধিকারিক নিলয় রায় বলেন, হাতির দল বারবার রুট বদল করে। জঙ্গলপথে চলতে গিয়ে আচমকা পাশের লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। যাতে কোনও অঘটন না ঘটে এজন্য আমরা নজরদারির পাশাপাশি হাতিদের অন্যত্র সরানোর চেষ্টা করছি। আর এই কাজ করতে গিয়ে বনকর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। গত দুই সপ্তাহের মধ্যে পাত্রসায়ের ও সোনামুখী রেঞ্জের জঙ্গলে বনকর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে হাতি তাড়ানো অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED
CIN: L70101WB1983PLC036161
Regd Office: 7, P.K Tagore Street, Kolkata - 700006
E-mail id: shranchi@yahoo.com Website: www.hallmarkpropertiesandtraders.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF -YEAR ENDED 30.09.2025

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars (Refer Notes Below)	Quarter Ended 30.9.2025 Unaudited	Quarter Ended 30.6.2025 Unaudited	Quarter Ended 30.9.2024 Unaudited	Half Year Ended 30.9.2025 Unaudited	Half Year Ended 30.9.2024 Unaudited	Year Ended 31.3.2025 Audited
1	**Income**						
	(a) Revenue from Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Other Income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Income [a+b]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**Expenses**						
	(a) Purchase of stock-in-trade/services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Employee benefits expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Finance Cost	-	-	-	-	-	-
	(d) Depreciaion and amortisation expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) Other expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expenses [a+b+c+d+e]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**Profits / (Loss) before Exceptional Items (1-2)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	Exceptional items	—	—	—	—	—	—
5	**Profits / (Loss) before Extraordinary Items and Tax (3-4)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Extraordinary Items	—	—	—	—	—	—
7	**Profits/(Loss) before tax (5-6)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**Tax Expense**						
	(a) Current Tax	—	—	—	—	—	—
(b)	Deferred Tax	—	—	—	—	—	—
9	**Net Profit/Loss for the period after tax (7-8)**	—	—	—	—	—	—
10	**Others Comprehensive Income** Items that will not be reclassified to Profit or (Loss)			—	—	—	
	a) Changes in Fair Value of Equity Instruments through Other Comprehensive Income	—	—	—	—	—	—
	b) Income tax relating to item (a) above	—	—	—	—	—	—
11	**Total Other Comprehensive Income (net of tax)**	—	—	—	—	—	—
12	**Total Comprehensive Income for the period (9+11)**	—	—	—	—	—	—
13	Paid-up equity share capital (Face value : Rs.10/- per share)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
14	Other Equity (excluding Revaluation Reserves)						-24.00
15	**Earnings per Equity Share (not annualised)**						
	(a) Basic (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Diluted (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE ASSETS & LIABILITIES AS AT SEPTEMBER 30, 2025

(Rs. in Lakhs)

		Particulars	As at 30.09.2025 (Unaudited)	As at 31.03.2025 (Audited)
A		**ASSETS**		
	1	**Non-current assets**		
		Property, plant and equipment	—	—
		Goodwill	—	—
		Other Intangible Assets	—	—
		Financial assets		
		Investments	—	—
		Trade Receivable	—	—
		Loans	—	—
		Other financial assets	—	—
		Other non-current assets	—	—
		- Prepaid Expenses	21.43	—
		Sub-total - Non-Current Assets	**21.43**	—
	2	**Current assets**		
		Financial assets		
		Investment	—	—
		Trade receivables	—	—
		Cash and cash equivalents	—	—
		Bank Balance other than cash & cash equivalents	3.08	—
		Loans	—	—
		Other Financial Assets	—	—
		Other current assets	—	—
		Sub-total - Current Assets	**3.08**	—
		TOTAL - ASSETS	**24.51**	—
B		**EQUITY AND LIABILITIES**		
	1	**Equity**		
		Equity Share capital	24.00	24.00
		Other equity	-24.00	-24.00
		Sub-total - Equity attributable to owners of the Company	—	—
	2	**LIABILITIES**		
		Non-current liabilities		
		Financial liabilities		
		Borrowings	—	—
		Other financial liabilities		—
		Other non-current liabilities		
		Provisions	—	—
		Deferred tax liabilities (net)	—	—
		Sub-total - Non-current liabilities	—	—
	3	**Current liabilities**		
		Financial liabilities		
		Borrowings	24.51	—
		Trade payables due to :		
		Micro and Small Enterprises	—	—
		Other than micro and Small Enterprises	—	—
		Other financial liabilities	—	—
		Other current liabilities	—	—
		Provisions	—	—
		Current tax liabilities (net)	—	—
		Sub-total - Current liabilities	24.51	—
		TOTAL - EQUITY AND LIABILITIES	**24.51**	—

Unaudited Standalone Statement of Cash Flows for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2025

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Half Year Ended 30.09.2025 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2024 (Unaudited)
A. Cash flow from operating activities		
Net profit before tax	—	—
Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:		
Depreciation and amortisation	—	—
Interest Income	—	—
Other Income	—	—
Operating profit before working capital changes	—	—
Changes In working capital: Adjustments for		
(Increase)/decrease in trade receivables & unbilled revenue	—	—
(Increase)/decrease in Loans (Current)	—	—
(Increase)/decrease in other Financial Assets (Non Current)	—	—
(Increase)/decrease in Other Current Assets	—	—
(Increase)/decrease in Other Non Current Assets	—	—
Increase/(decrease) in trade & other payables (Current)	—	—
Increase/(decrease) in Other Current Liabilities	—	—
Increase/Decrease in Non Current loan	—	—
(Increase)/decrease in other Financial Laibilities (Non Current)	—	—
Increase/(decrease) in Provisions (Current)	—	—
(Increase)/decrease In working capital	—	—
Cash generated from operations	—	—
Income taxes paid	—	—
Net cash (used in)/generated from operating activities	—	—
B. Cash flow from Investing activities		
Purchase of fixed assets	—	—
Interest received	—	—
Other Income	—	—
(Purchase)/sale of current investments	—	—
Net cash (used In)/generated from investing activities	—	—
C. Cash flow from financing activities		
Proceeds from Issue of share capital	—	—
Loan from Director	3.08	—
Finance Cost paid	—	—
Dividend paid	—	—
Net cash (used In)/generated from financing activities	**3.08**	—
Net increase/(decrease) In cash and cash equivalents (A+B+C)	**3.08**	—
Cash and cash equivalents at beginning of the period	—	—
Cash and cash equlvalents at end of the period	**3.08**	—

Note: The above Statement of Cash Flows has been prepared under the Indirect Method as set out in IND AS 7 "Statement of Cash Flows".

Notes:

1. The audited standalone financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
2. The above audited standalone financial results for the quarter and half-year ended September 2025 were reviewe by the Board and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 14th October, 2025. These results have been subjected to a Limited Review carried out by the Statutory Auditors.
3. The figures for the corresponding periods have been regrouped, reclassified & restated wherever necessary, to conform to the figures of the current period.
4. The Company derives revenue primarily from engaged in business of deal in freehold, leasehold, ground rents and interest received from lending money services.There are no other reportable segment in terms of IND AS-108 Segment Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)
DIN : 00612517

Place : Kolkata
Date : 14.10.2025

অবৈধ খনির বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ১৪ অক্টোবর ঃ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকে অবৈধ খনির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হয়েছে। মঙ্গলবার চোপড়া থানার পরিদর্শক সুরজ থাপার নেতৃত্বে সোনাপুর মহানন্দা ঘাটে পুলিশ অভিযান চালায়। একজনকে আটক করা হয়। এছাড়াও, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি আর্থমুভার এবং একটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে। চোপড়া থানার পরিদর্শক সুরজ থাপা জানিয়েছেন, বর্ষার মরসুমে নদী থেকে বালি উত্তোলন নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা এখনও প্রত্যাহার করা হয়নি। তবে ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ বালি উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। সোনাপুর মহানন্দা ঘাটে এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ১২টি থার্মোকল বোর্ড সহ কিছু বালি উত্তোলনের সরঞ্জাম ধ্বংস করা হয়েছে। একটি আর্থমুভার এবং একটি ট্র্যাক্টরও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ভৈরব ধরণী ভাই নস্কর পিতা- ধরণী নস্কর 2024 সালে D.S.R. 1 অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 2886 নং. দলিল দ্বারা পালান নস্কর দিগরের পক্ষে 2024 সালে হাওড়া D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 3548 নং. এবং ডোমজুড A.D.S.R. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত -2023 সালে 4243 নং আমমোক্তার নমিতা নস্কর এর নিকট হইতে মৌজা ডোমজুড হাল 12140, 1213,5471, 2436 9375, 3077 নং. খতিয়ানে সাবেক 3587 হাল 3631 নং. দাগে মোট 4.95 শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড B.L.& L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

OFFICE OF THE KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT KHARUBERIA,SHYAMPUR, HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER CALL

Notice Inviting e-Tender No.**WB/HOW/KGP/NIET-06/25-26** of The KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT, KHARUBERIA, SHYAMPUR, HOWRAH invites e-tender for the 3(three) different works.Bid Submission closing date (online)27/10/2025 at 2:00 P.M. Bid opening date for Technical Proposals(online) 29/10/2025 at 2:30 P.M. For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Kharuberia Gram Panchayat

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: “Temporary IT infrastructural arrangements during the programme to be attended by VVIP in connection with Puja Inauguration at different locations in Kolkata on 17.10.2025” **[Job No. KIT/RW/083 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-051/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **16.10.2025 up to 03.00 PM** 2. Name of Work: “Provision for temporary High Speed Internet Service during the programme to be attended by VVIP in connection with Puja Inauguration at different locations in Kolkata on 17.10.2025” **[Job No. KIT/RW/084 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-052/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **16.10.2025 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

Office of the
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad Murshidabad

e-N.I.T. No. 04/2025-26

e.-N.I.T.-04 is invited through online by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For 09(Nine) nos. work under Chhaighari Gram Panchayat from **15.10.2025 to 31.10.2025.** N.B.: Details my be obtained from **http://etender.wb.nic.in** & from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১০-২০২৫-২৬-আর-১, তারিখ ঃ ১০.১০.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ১ম তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ** ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১০-২০২৫-২৬-আর-১। **কাজের নাম ঃ** (i) এসডিএএইচ ডিভিসন - টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি) - ৩ সেট, (ii) এসডিএএইচ ডিভিসন - সিটিআর(পি) - ২০.৯০৯ টিকিমি ও টিআরআর(পি) - ৪.৪০৪ টিকিমি, (iii) এসডিএএইচ ডিভিসন - টিআরআর(পি) - ২৭.৩৯৫ টিকিমি, (৪) এসডিএএইচ ডিভিসন - ডায়মণ্ড ক্রসিং - ২৭ সেট, (৫) সোনারপুর জং.-ক্যানিং (ডাউন) - টিআরআর(পি) ১৫.৫৬৪ টিকিমি, (৬) দমদম জং.-পেট্রাপোল - সিটিআর(পি) - ৯.৬০৭ টিকিমি, (৭) এসডিএএইচ ডিভিসন - সিটিআর(পি) - ৪.১২৩ টিকিমি-এর ট্র্যাক নবীকরণ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত ২৫ কেভি ও সংশ্লিষ্ট ওএইচই কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৭,৭৪,৭৬৫ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৭৫,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ :** ০৩.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে।

(SDAH-228/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মিথিলেশ রায় পিতা- রামেশ্বর রায় গত ১২.০২.২০০৯-০২.০১.২০১০। তারিখে হাওড়া এ্যাডি. ডি. সাব রেজিষ্টি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-66, 130 (BOOK-18) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমোক্তানামা দলিল বলে ১) রোহিত জালান ২) বাবুল চন্দ্র দেব ৩) সমীর কৃষ্ণ সরকার নিকট হইতে চকপাড়া মৌজায় হাল 1311 দাগে হাল 3671 নম্বর খতিয়ানে কমবেশী 5 কাটা জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্তবিষয়ে কারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা বি.এল. এণ্ড. এল. আরও অফিসে এ মাসের মধ্যে-যোগাযোগ করবেন।

Office of The Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148
e-mail id: ladhurkagp@gmail.com

NIeT No. WBPUR/LGP/HURA/NIT(e)-5/25-26, Memo No-353(7)/LGP/25-26, Date-13/10/2025 Sale of Tender form(Online) **15/10/2025 to 05/11/2025 5.30 PM**. Last date of Dropping Tender Paper (Online)- **15/10/2025 (up to 10.30 AM)**. Opening of Tender (Online) **10/11/2025 (up to 12.30 PM.).**

Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

Maliara Gram Panchayat
Maliara, Bankura

Notice Inviting e-Tender **E-NIT NO-08/APAS/2025-26)** Pradhan Maliara Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for the **7 nos.** different works at different places. All information is available **www.wbtebders.gov.in**

Sd/- Pradhan Maliara Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ভোলানাথ মন্ডল, পিতা চিত্ত মন্ডল সাং ও পোঃ- নলপুর, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মনোহরপুর মৌজায় জে. এল. ১১ নং ভুক্ত, এল. আর. ৪৯১ নং খতিয়ানে এল. আর.- ২৩ নং ও ২৪ নং দাগে কমিবেশী ২৩.৭০ শতক সম্পত্তি যতীন্দ্রনাথ মন্ডল পিতা ঁঅধর মন্ডল মহাশয়ের ওয়ারিশানগন কালীপদ মন্ডল দিং মহাশয়গন বিগত ইংরাজী-১৬.০৩.২০১৫ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ১৩০ নং আমমোক্তার নামাবলে দাদপুর, সাঁকরাইল, হাওড

ছয় বিদেশি নিয়েই মাঠে নামতে পারবে ক্লাব গুলি, সিদ্ধান্ত ফেডারেশনের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবরঃ দিন দশেক পরেই শুরু হবে সুপার কাপ। যার অপেক্ষায় রয়েছে দেশের সকল ফুটবলপ্রেমীদের। সপ্তাহ কয়েক আগেই প্রকাশিত হয়েছে এই টুর্নামেন্টের গ্রুপ বিন্যাস। যেখানে গ্রুপ 'এ'তে স্থান পেয়েছে কলকাতা ময়দানে দুই প্রধান। তথা ইস্টবেঙ্গলে ফুটবল ক্লাব এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এছাড়াও বাকি দুইটি দলের মধ্যে রয়েছে অভিষেক বচ্চনের চেন্নাইয়িন এফসি ও আইলিগের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব রিয়াল কাশ্মীর এফসি। অর্থাৎ গত ডুরান্ড কাপের পর এবার সুপার কাপের গ্রুপ পর্বে ও এবার হাইভোল্টেজ ডার্বি ম্যাচের সাক্ষী থাকতে চলেছে বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা। বহু আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ম্যাচ ভেন্যু। কিন্তু এসবের মাঝেই এবার দলের বিদেশি ফুটবলারদের খেলানোর নিয়ম নিয়ে দেখা গিয়েছিল ব্যাপক ধোঁয়াশা।গতবারের নিয়ম অনুযায়ী দেশের এই সর্ববৃহৎ কাপ টুর্নামেন্ট তথা সুপার কাপের প্রথম একাদশে মোট ৬ জন বিদেশি ফুটবলারদের খেলানোর কথা উল্লেখ ছিল। সেই সুবিধা কাজে লাগিয়েই নিজেদের মতো করে দল সাজিয়েছিল ক্লাব গুলি। কিন্তু এবারের এই সুপার কাপের গ্রুপ বিন্যাস প্রকাশ করার আগে বিশেষ আবেদন উঠে এসেছিল কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের তরফে। সেই অনুযায়ী টুর্নামেন্টের ম্যাচ গুলির ক্ষেত্রে প্রথম একাদশে বিদেশি সংখ্যা কমানোর আর্জি ছিল বাগান ব্রিগেডের। গত কয়েকদিন আগেই সেই নিয়ে উঠে এসেছিল তথ্য। যেখানে বলা হয়েছিল যে বিদেশি সংখ্যা কমানোর পথেই হয়তো হাঁটতে চলেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সেই অনুযায়ী প্রথম একাদশে ৬ জন বিদেশি ফুটবলারের পরিবর্তে মোট ৪ জন বিদেশি ফুটবলারকে রাখতে পারার কথা উঠে এসেছিল ব্যাপকভাবে। সেক্ষেত্রে কিছুটা হলেও বাড়তি অ্যাডভান্টেজ থাকত ভারতীয় ফুটবলারদের। কিন্তু সেটা আদৌও কতটা কাজে লাগাতে পারেন ফুটবলাররা সেটাই ছিল দেখার। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ফের বদল আসল বিদেশিদের ক্ষেত্রে। সেই অনুযায়ী আগের মতোই মোট ছয় বিদেশি ফুটবলারদের প্রথম একাদশে রাখতে পারবে ক্লাব গুলি। গত সিজনে খালিদ জামিলের শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে পরাজিত করে এই খেতাব জয় করেছিল এফসি গোয়া। সেই সাফল্যের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্য থাকবে তাঁদের। অন্যদিকে, নিজেদের হারানো ছন্দ ফেরাবার পাশাপাশি সুপার কাপের মধ্য দিয়ে সিজনের প্রথম সর্বভারতীয় ট্রফি ঘরে তুলতে চাইবে মোহন-ইস্ট।

নামধারীকে ধরাশায়ী করে শিল্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবরঃ জয়ের ধারা বজায় থাকল অস্কার ব্রুজোর ছেলেদের। এদিন কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে আইএফএ শিল্ডের গ্রুপ পর্বের

দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল নামধারী এফসি। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে ২-০ গোলের ব্যবধানে জয় সুনিশ্চিত করে ফেলল সাউল ক্রেসপোরা। এদিন দলের হয়ে গোল করে গেলেন যথাক্রমে মহম্মদ রশিদ এবং পিভি বিষ্ণু। প্রথমার্ধে তাঁদের করা গোলেই এগিয়ে ছিল মশাল ব্রিগেড। পরবর্তীতে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে আরও বেশ কয়েকবার সুযোগ আসলেও ব্যবধান বাড়ানো সম্ভব হয়নি। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে শ্রীনিধি ডেকান দলকে পরাজিত করার পর এদিন শুরু থেকেই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে খেলতে দেখা গিয়েছিল মিগুয়েল ফিগুয়েরাদের। লাল-হলুদের ঘন ঘন আক্রমণের সামনে কার্যত দিশেহারা হওয়ার মত অবস্থা দেখা দিয়েছিল নামধারীর ডিফেন্ডারদের। প্রথম কোয়ার্টার পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের আটকে রাখা সম্ভব হলেও পরবর্তীতে আর বজায় থাকেনি সেই ছন্দ। ম্যাচের ১৯ মিনিটের মাথায় মহম্মদ বাসিম রশিদের দুরপাল্লার শট প্রতিপক্ষ ফুটবলারের গাঁয়ে লেগে সোজা চলে গিয়েছিল গোলের মধ্যে। যারফলে অনায়াসেই ১-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তারপর থেকেই আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল মশাল ব্রিগেড। ম্যাচের ৪১ মিনিটের মাথায় নিজেদের দ্বিতীয় গোল তুলে নিয়েছিল অস্কারের ছেলেরা। এবার ডেভিড লালহানসাঙ্গার পাস থেকে গোল করে গেলেন তরুণ তারকা পিভি বিষ্ণু। প্রথমার্ধের শেষে ২-০ গোলের ব্যবধানেই এগিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আরও বেশি সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছিল মিগুয়েল ফিগুয়েরা থেকে শুরু করে সাউলের মতো ফুটবলাররা। তারপর ম্যাচের মাঝামাঝি সময় মিগুয়েল ফিগুয়েরা এবং ডেভিডের পরিবর্তে মাঠে আসেন মরোক্কান তারকা হামিদ আহদাদ এবং জেসিন টিকে। হামিদের আসায় দল যে আরও অনেক বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে সেটা ভালো মতোই বুঝতে পেরেছিলেন নামধারী কোচ। সেইমতো নিজেদের রক্ষণভাগে যথেষ্ট নজর দিয়েছিলেন তিনি। নির্ধারিত নব্বই মিনিটের পর অতিরিক্ত পাঁচ মিনিট সময় সংযুক্ত করেছিলেন ম্যাচ রেফারি। কিন্তু তাঁর পরে ও আর বদলায়নি ম্যাচের ফলাফল। শেষ পর্যন্ত দুইটি গোলেই আসে জয়। যারফলে গত ডুরান্ড কাপের পর এই ঐতিহাসিক শিল্ডে ও নামধারীকে টেক্কা দিল ইস্টবেঙ্গল।

এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনে জামিলের এই তিন সিদ্ধান্ত পারবে ভারতের স্বপ্ন বাঁচাতে!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবরঃ বর্তমানে ভারতীয় ফুটবল এখন কঠিন সময় পার করছে। এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে এখনও পর্যন্ত কোনো জয় নেই ব্লু টাইগারদের। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করলেও, পারফরম্যান্স ছিল হতাশাজনক। এই অবস্থায় নতুন কোচ খালিদ জামিলের ওপর চাপ বাড়ছে। দলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার সিদ্ধান্তের ওপর। ভারতীয় ফুটবলের এই সংকটময় সময়ে কোচ জামিলকে তিনটি বড় ভুল সংশোধন করতে হবে, যেগুলো না করলে এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনের স্বপ্ন ভেঙে পড়বে। খালিদ জামিল একজন রক্ষণভিত্তিক কোচ হিসেবে পরিচিত। ক্যারিয়ার জুড়ে তিনি কম রিসোর্স নিয়ে ভালো ফলাফল এনেছেন। সেটা দেখা গেছে সাম্প্রতিক কাফা নেশনস কাপে। সেখানে ভারত ওমান ও তাজিকিস্তানের মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গে লড়াই করেছে। তবে সমান মানের বা তুলনামূলক দুর্বল দলের বিপক্ষে ভারতের পারফরম্যান্স ছিল নিষ্প্রভ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে গোল করতে পারেনি ভারত। একই অবস্থা দেখা গেল সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচেও। একজন কোচ হিসেবে খালিদ জামিলকে বুঝতে হবে যে শুধু রক্ষণ দিয়ে ম্যাচ জেতা যায় না। গোল না করলে পয়েন্ট আসে না। এখন সময় এসেছে বেশি আক্রমণাত্মক খেলার, বিশেষ করে যখন প্রতিপক্ষ তুলনামূলকভাবে দুর্বল। সিঙ্গাপুর ম্যাচের শুরুর একাদশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। ফারুক চৌধুরিকে সুনীল ছেত্রীর সঙ্গে ফরোয়ার্ডে খেলানো সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল না। দু'জনেই ম্যাচ ফিটনেসের ঘাটতিতে ভুগছিলেন। সবচেয়ে বড় ভুল ছিল সাহাল আবদুল সামাদকে বেঞ্চে রাখা। দ্বিতীয়ার্ধে সাহাল নামার পরেই ভারতের খেলায় ভিন্নতা আসে। মাঠে তার উপস্থিতি ভারতের আক্রমণভাগকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। ডানপাশে রাহুল ভেকে ছিলেন পুরো ম্যাচ জুড়ে অনুজ্জ্বল। বিপক্ষের উইঙ্গারদের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেননি, আবার আক্রমণেও কোনো অবদান রাখতে পারেননি। যেখানে ভালপুইয়ার মতো তরুণ খেলোয়াড় প্রস্তুত ছিলেন, তাকে না খেলানো একপ্রকার অদূরদর্শিতার পরিচয়। খালিদ জামিল বরাবরই বলেছেন, যারা তাকে জিততে সাহায্য করবে তারাই দলে থাকবে। সেই যুক্তিতে সুনীল ছেত্রীর দলে ফেরা যৌক্তিক। তবে এই দর্শনের প্রয়োগে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ভালপুইয়া, যিনি কাফা কাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন। তাকে কেন শুরুর একাদশে রাখা হল না, সেটি প্রশ্নবোধক। একইভাবে দলে নেই মহম্মদ সোহেল, যিনি অনূর্ধ্ব-২৩ দলে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন। ভারতের সামনে যোগ্যতা অর্জনের বাঁচার রাস্তা কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। খালিদ জামিল যদি রক্ষণাত্মক মানসিকতা ছেড়ে আক্রমণাত্মক কৌশল গ্রহণ করেন, সঠিক স্কোয়াড নির্বাচন করেন এবং তরুণদের সুযোগ দেন, তাহলে ভারত এখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারে। ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে পরের ম্যাচই হতে পারে ভারতের এশিয়ান কাপ স্বপ্ন বাঁচানোর শেষ সুযোগ। এখন দেখার বিষয়, খালিদ জামিল সেই চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত কি না।

ক্যারিবিয়ানদের উড়িয়ে দিল ভারত

টেস্ট ক্রিকেটে গিল জমানার 'শুভ শুরুয়াত'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবরঃ ভারতের টেস্ট ক্রিকেট টিম নিরাপদ জায়গাতে রয়েছে। এমনটাই বলাবলি করছেন ক্রিকেট মহলের অনেকে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার অবসরের পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট টিমের নেতৃত্বের দায়িত্ব পান শুভমন গিল। এ বার টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের ক্যাপ্টেন শুভমন গিলের জমানার শুভ শুরুয়াত হল। দেশের মাটিতে গিলের ভারত ক্যারিবিয়ানদের ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করল। এই সিরিজ জয় ভারতীয় দলের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ, গিলেও জন্য ততটাই বিশেষ। কারণ, টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সিরিজ জিতলেন পঞ্জাবের ছেলে। প্রথম টেস্টে বড্ড একপেশে ও ভারতের দাপুটে জয় দেখা গিয়েছিল। আর দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ লড়াই করল, কিন্তু গৌতম গম্ভীরের ছেলেদের আটকে দিতে পারল না। দিল্লি টেস্টের পঞ্চম দিন ভারতের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৫৮ রান। ছিল ৯ উইকেট। জয় যে কঠিন ছিল না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সকলের নজর ছিল লোকেশ রাহুল ও সাই সুদর্শনের জুটিই এই জয় দলকে এনে দেয় কি না সেদিকে। সাই যদিও সেটা পারেননি। বড় শট খেলতে গিয়ে চেজের বলে হোপের হাতে ক্যাচ দিয়ে মাঠ ছাড়েন সাই (৩৯)। যার ফলে নামতে হয় ভারত অধিনায়ক শুভমনকে। ১৩ রান করে ফেরেন তিনি। তাঁর উইকেটটিও গিয়েছে চেজের খাতায়। পঞ্চম দিন ২ উইকেট হারালেও রাহুলকে টলাতে পারেননি ক্যারিবিয়ান বোলাররা। তিনি শেষে ধ্রুব জুরেলের সঙ্গে জুটি বাঁধেন। শেষ অবধি ৫৮ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন রাহুল। ধ্রুব করেন ৬। ৭ উইকেটে জয় ভারতের। সেইসঙ্গে ২ টেস্টের সিরিজেও ভারত জিতে যায়। ম্যাচের সেরা ৮ উইকেট নেওয়া কুলদীপ যাদব। আর সিরিজ সেরা ১০৪ রান করা ও ৮ উইকেট নেওয়া রবীন্দ্র জাডেজা। এই সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারত এক ইনিংস ও ১৪০ রানের ব্যবধানে জিতেছিল। এরপর দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ৫১৮ রানে ডিক্লেয়ার করে টিম ইন্ডিয়া। ওপেনার যশস্বী করেন ১৭৫ রান। গিল ১২৯ রানে অপরাজিত থাকেন। অপরদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৪৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। এর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ফলো অন করায় ভারত। দিল্লি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ লড়াই করে। ওপেনার জন ক্যাম্পবেল ১১৫ রানের ইনিংস উপহার দেন। এবং শাই হোপ করেন ১০৩ রান। তাতে অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি। ভারতের জয়ের টার্গেট ছিল ১২১। ম্যাচ গড়ায় পঞ্চম দিনে। সেখানে এক ঘণ্টাতেই ম্যাচ বের করে নেয় টিম ইন্ডিয়া। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টেস্ট সিরিজ জিতে শুভমন গিল বলেন, ''নেতৃত্ব দেওয়ার যে সুযোগটা পেয়েছি, তা অত্যন্ত সম্মানের। এই দায়িত্ব পালন করা, প্লেয়ারদের ম্যানেজ করা, সবটাই আমার কাছে বিশেষ। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সঠিক বিকল্প বাছাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি যাতে দলের ভাল হয়, সেই সম্ভবনার কথা মাথায় রেখে সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা ৩০০-র বেশি রানে এগিয়ে ছিলাম। উইকেটও নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছিল। তাই ফলো অনের পথে হাঁটি। আমি ৩-৪ বছর বয়স থেকে ক্রিকেট খেলছি। তাই ব্যাটিং করার সময় আমি অধিনায়ক হিসেবে নয়, ব্যাটার হিসেবে নিজের সিদ্ধান্ত নিই। ছেলেবেলাতেই শিখেছি কীভাবে দলকে জিততে সাহায্য করা যায়।'' ভারত সফরে এসে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক রস্টন চেজ বলেন, ''দলের ২টো ছেলে সেঞ্চুরি করেছে। দীর্ঘদিন পর প্রথম বার আমরা ১০০ ওভার ব্যাটিং করেছি। আর যার ফলে ম্যাচটাকে আমরা পঞ্চম দিনে নিয়ে যেতে পেরেছি। আমরা ৮০ ওভার ব্যাট করার রাস্তা খুঁজছিলাম। যার ফলে স্পিনের বিরুদ্ধে কেমন করে খেলব, সেই পরিকল্পনা করেছি। আমাদের কাছে বেশ কিছু সেরা প্লেয়ার রয়েছে। আমরা এই সিরিজের অভিজ্ঞতা আগামীতে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাব।''

ন'টি আটহাজারি শৃঙ্গ জয় করে ভারতীয়দের মধ্যে বিরল নজির স্থাপন করলেন থাম্মেইনেনি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবরঃ ভারত থাম্মেইনেনির নাম কজনই বা শুনেছেন? কিন্তু ৩৬ বছর বয়সেই অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলের এই বাসিন্দা যা কৃতিত্ব গড়েছেন, তা বিরাট কোহলের ৩০টি টেস্ট সেঞ্চুরির থেকে কোনও অংশেই কম নয়। মঙ্গলবার এই পর্বতারোহী বিশ্বের ১৪টি সর্বোচ্চ শৃঙ্গের মধ্যে নয়টি শৃঙ্গ জয় করে প্রথম ভারতীয় হিসাবে নজির গড়েছেন। এদিন ষষ্ঠ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট চো ওয়ুর (৮,১৮৮ মিটার) শীর্ষে পা রেখেছেন থাম্মেইনেনি। এই পর্বতারোহীর ঘনিষ্ঠ সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, এই অর্জনের আগে থাম্মেইনেনি ২০১৭ সালের মে মাসে মাউন্ট এভারেস্ট, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে মাউন্ট মানাসলু, ২০১৯ সালের মে মাসে মাউন্ট লোসে, ২০২২ সালের মার্চ মাসে মাউন্ট অন্নপূর্ণা, ২০২২ সালের এপ্রিলে মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা, ২০২৩ সালের মে মাসে মাউন্ট মাকালু, ২০২৪ সালের অক্টোবরে মাউন্ট শিশাপাংমা এবং ২০২৫ সালের এপ্রিলে মাউন্ট ধৌলাগিরি জয় করেছিলেন। এই সব শৃঙ্গই ৮,০০০ মিটারেরও বেশি উচ্চতার। বাকি পাঁচটি শৃঙ্গ- মাউন্ট কে২, নাঙ্গা পর্বত, গ্যাসেরব্রাম ১ এবং ২ এবং ব্রড পিক পাকিস্তানে অবস্থিত এবং বর্তমানে ভারতীয় পর্বতারোহীদের জন্য এটি নিষিদ্ধ। থাম্মেইনেনি ৩০ সেপ্টেম্বর চিনের চো ওয়ু বেস ক্যাম্পে পৌঁছন, কিন্তু খারাপ আবহাওয়া এবং ভারী তুষারপাতের কারণে তাঁকে শৃঙ্গ আরোহণের আগে কিছুটা অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যার ফলে তাঁকে বেস ক্যাম্পেই থাকতে হয়। সফল ভাবে চে ওয়ু শৃঙ্গ আরোহণের পর থাম্মেইনেনি বলেন, ''আমরা ১২ অক্টোবর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম এবং তারপর দ্রুত শৃঙ্গে পৌঁছনোর সিদ্ধান্ত নিই।'' আজ সকালে চিনের সময় সকাল ৬.৫৫ মিনিটে এবং ভারতীয় সময় সকাল ৮.৫৫ মিনিটে আমি চূড়ায় পৌঁছতে পেরেছি। বেস ক্যাম্প থেকে চূড়ায় ওঠার সময় কোনও শেরপা তাঁর সঙ্গে না থাকায় থাম্মেইনেনির এই সাফল্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ।

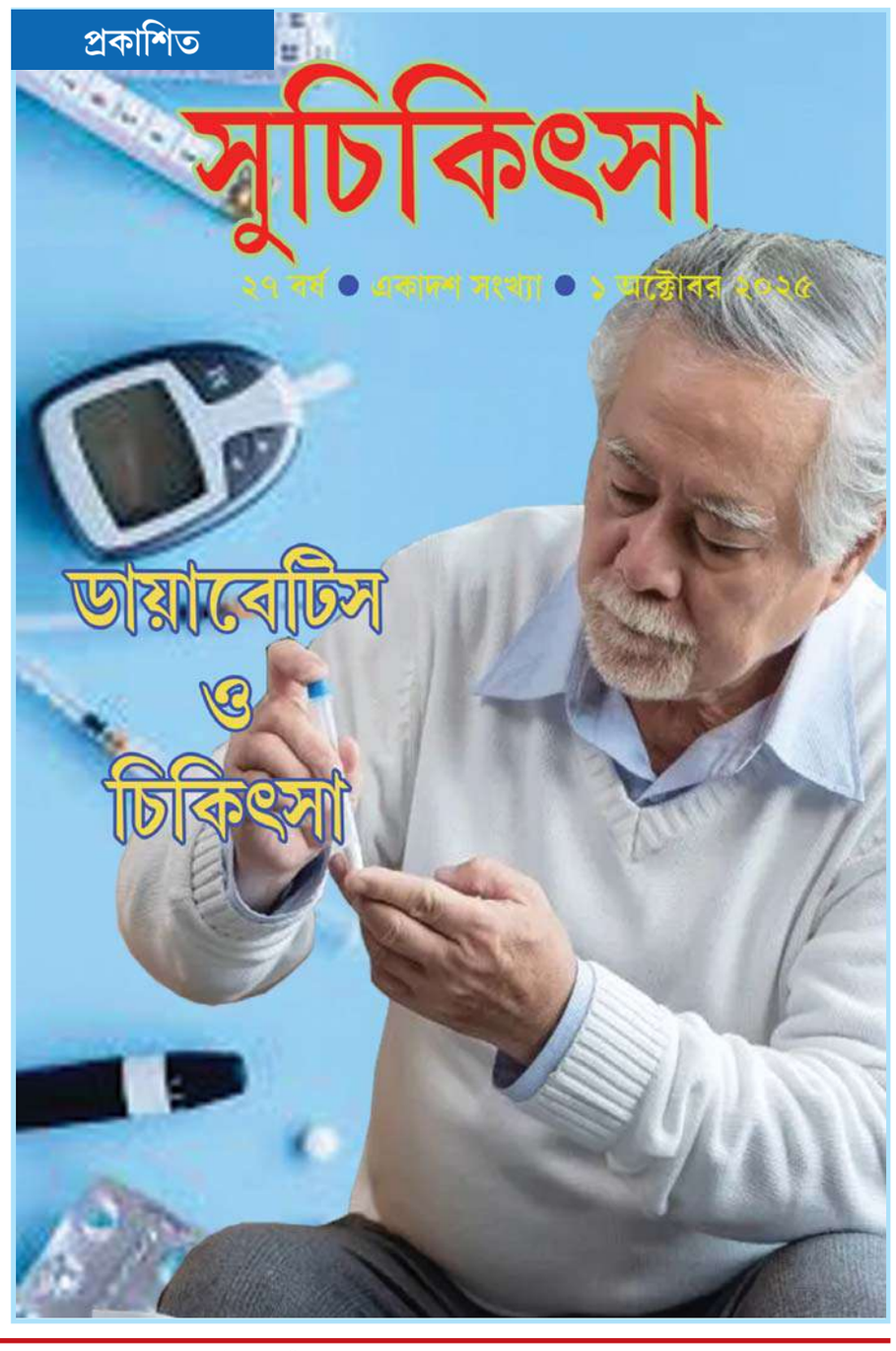

বরফে পা ফসকে ইউক্রেন ম্যাচের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্স

কিলিয়ান এমবাপেকে ছাড়া খেলতে নেমে ফিনিশিংয়ে ভুগতে হলো ফ্রান্সকে। পিছিয়ে পড়ার পর অবশ্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে এগিয়ে গেল দিদিয়ে দেশমের দল। তবে ঘরের মাঠে উজ্জীবিত ফুটবলে মূল্যবান পয়েন্ট আদায় করে নিল আইসল্যান্ড।

রিকজাভিক, ১৪ অক্টোবরঃ চোটের কারণে দুই তারকা কিলিয়ান এমবাপে ও উসমান দেম্বেলেকে ছাড়াই বরফের দেশ আইসল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল ফ্রান্স। সুযোগ ছিল তাঁদের ছাড়াই নিজেদের শক্তি দেখানোর। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি দিদিয়ের দেশমের দল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গতকাল রাতে আয়োজক আইসল্যান্ডের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে পয়েন্ট হারিয়েছে দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এর ফলে টানা তিন ম্যাচ জেতার পর চতুর্থ ম্যাচে এসে থামল ফ্রান্সের জয়ের ধারা। 'ডি' গ্রুপে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফ্রান্স। আরেক ম্যাচে আজারবাইজানকে ২-১ গোলে হারানো ইউক্রেন ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। এ পরিস্থিতিতে ১৩ নভেম্বর রাতে ফ্রান্স-ইউক্রেন ম্যাচ দিয়েই নির্ধারিত হতে পারে ফ্রান্সের বিশ্বকাপ ভাগ্য। গতকাল রাতে অবশ্য একপর্যায়ে হারের শঙ্কায় পড়েছিল ফ্রান্স। আইসল্যান্ডের মাঠে ৩৯ মিনিটে গোল হজমের পর ৬২ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে ছিল তারা। ৬৩ মিনিটে ক্রিস্টোফার এনকঙ্কুর গোলে সমতা ফেরানোর পর ৬৮ মিনিটে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন জাঁ-ফিলিপে মাতেতা। তবে এই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি তারা। ২ মিনিট পর অর্থাৎ ৭০ মিনিটে আইসল্যান্ডকে ফের সমতায় ফেরান হ্লিনসন। ম্যাচ শেষে হতাশ ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশম বলেছেন, ''আমরা ২-১ গোলে এগিয়ে ছিলাম। রাগ লাগছে এই জন্য যে আমরা যেভাবে দ্বিতীয় গোলটি হজম করেছি। আমরা তখন উন্মুক্ত ছিলাম, গোল করার পরপর অনেক ওপরে উঠে এসেছিলাম। এটা অবহেলা। এটা হওয়া উচিত হয়নি। এ কারণেই আমরা ম্যাচ জিততে পারিনি।'' তবে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে না পারলেও ইউক্রেনের বিপক্ষে জিতে বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার আশার কথা বলেছেন দেশম, ''আমা পুরো ম্যাচই নিয়ন্ত্রণ করেছি। আইসল্যান্ডের শুধু দুটি শট ছিল লক্ষ্যে, আর তারা দুটো গোল করেছে। কিন্তু আমাদের আরও একটি পয়েন্ট হয়েছে এবং আগামী মাসের ম্যাচ (ইউক্রেনের বিপক্ষে) হবে চূড়ান্ত ও নির্ধারণমূলক।'' একই রাতে অন্য ম্যাচে কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে জার্মানি। উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তাদের মাঠে ১-০ গোলে জিতেছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ৩১ মিনিটে করা জার্মানির নিক ভল্টেমেডের একমাত্র গোলটিই এদিন ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। 'এ' গ্রুপে টানা তিন ম্যাচ জিতে সবার ওপরে জার্মানি। ৪ ম্যাচে জার্মানদের পয়েন্ট ৯। দ্বিতীয় স্লোভাকিয়ার পয়েন্টও ৪ ম্যাচে ৯। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে জার্মানি। ম্যাচ শেষে ভল্টেমেড বলেছেন, ''আমাদের জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট। এই পরিবেশে এবং কিছুটা অপ্রকাশ্য ম্যাচে, জিততেই হবে, আর আমরা ভালো করেছি।'' 'জে' গ্রুপের ম্যাচে ওয়েলসের মাঠে ৪-২ গোলের বড় পেয়েছে বেলজিয়াম। এ জয়ে বিশ্বকাপের খুব কাছে পৌঁছে গেছে বেলজিয়ানরা। কিন্তু বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার শঙ্কায় পড়েছে ওয়েলস। ৬ ম্যাচে বেলজিয়ামের পয়েন্ট এখন ১৪। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৭ ম্যাচে উত্তর আয়ারল্যান্ডের পয়েন্ট ১৩। আর ওয়েলসের পয়েন্ট ৬ ম্যাচে ১০। এখন ওয়েলসকে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলতে বেলজিয়ামকে পরের দুই ম্যাচে কাজাখস্তান ও লিখটেনস্টেইনের কাছে হারতে হবে এবং ওয়েলসকে পরের দুই ম্যাচ জিততে হবে, যা এক রকম অসম্ভবই বলা যায়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com